ষষ্ঠ অধ্যায়

যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে শ্রীব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাদি নিবেদনের পরে, শ্রীভগবানকে তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালেন, এবং কিভাবে শ্রীউদ্ধব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের অনুমান করে, বিশেষ দুঃখভারাক্রান্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রার্থনা নিবেদন করেন যেন, ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গে তিনিও একসাথে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের যে মানব রূপ সমগ্র জগতকে বিমোহিত করে, তা দর্শনের অভিলাষে শ্রীব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র প্রমুখ সকল গান্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগবৃন্দ, ঋষিকুল, পিতাগণ, বিদ্যাধরগণ, কিন্নরবর্গ এবং অন্যান্য দেবতাদের সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হলেন। স্বর্গ থেকে নন্দন কাননের পুষ্পমাল্য এনে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যদেহ সুশোভিত করে, তাঁরা শ্রীভগবানের দিব্য শক্তি ও গুণাবলীর যশোগাথা কীর্তন করছিলেন।

ফলাশ্রয়ী যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা এবং যোগীরা রহস্যময় যৌগিক ক্ষমতা লাভের বাসনায় ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মের ধ্যান করে থাকে যাতে তাদের জড়জাগতিক অভিলাষাদি পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অতি উন্নত শ্রেণীর যে সব ভগবদ্ভক্ত জাগতিক ক্রিয়াকর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বাসনা করেন, তাঁরা প্রেমভরে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন, কারণ সেই শ্রীচরণারবিন্দই অগ্নির মতো ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সমস্ত বাসনা ধ্বংস করে দেয়। সাধারণ পূজা-অর্চনা, কৃচ্ছ্রতা-প্রায়শ্চিত্ত আর অন্য ধরনের ঐ সকল পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে মানুষ মনের যথার্থ শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণের ফলে যে সত্ত্বগুণ জাগ্রত হয়, তার প্রতি পরিণত বিশ্বাসের মাধ্যমেই কেবল মানুষ ইন্দ্রিয় উপভোগের ফলে কলুষিত মনের শুদ্ধতা লাভ করতে পারে। তাই, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিমান মানুষেরা দু'ধরনের তীর্থের সেবা করে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নানা কথার অমৃতময় ফল্গুধারা আর শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল থেকে প্রবাহিত করুণার অমৃতধারা।

যদুবংশের মধ্যে অবতারত্ব গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য লীলা বিলাসের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য পরম কল্যাণ সাধন করে গেছেন। শুধুমাত্র এই সমস্ত লীলা সম্পর্কিত কাহিনী শ্রবণ ও কীর্তন অভ্যাসের মাধ্যমেই কলিযুগের ধর্মপ্রাণ

মানুষেরা সুনিশ্চিতভাবেই জড়জাগতিক মায়ামোহের সাগর পাড়ি দিতে পারে। যখন ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন এবং ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসোন্মুখ হল, তখন তাঁর লীলাবিলাস সংবরণ করতে তিনি অভিলাষ করেন। যখন ব্রহ্মা তাঁর নিজের এবং অন্য সমস্ত দেবতাদের মুক্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানালেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে অভিব্যক্ত করেন যে, যদুবংশের ধ্বংসের পরে তাঁর নিজধামে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন।

যদুবংশের আসন্ন ধ্বংসের লক্ষণে বিপুল বিপর্যয় লক্ষ্য করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের বিজ্ঞ সদস্যদের একসঙ্গে ডেকে ব্রাহ্মণদের অভিশাপের কথা তাদের মনে করিয়ে দেন। শ্রীভগবান তাদের সকলকে প্রভাসতীর্থে গিয়ে তীর্থস্নান, দানধ্যানে শুদ্ধ হয়ে উঠতে রাজী করান। শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ মান্য করে, যদুবংশীয় সকলে প্রভাসে যেতে মনস্থ করে।

যাদবদের সঙ্গে শ্রীভগবানের কথাবার্তার সময়ে সব দেখেশুনে শ্রীউদ্ধব নির্জনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানিয়ে করজোড়ে ভগবানের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ অসহনীয় হবে জানালেন। তিনি তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের নিজধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, তবে সে অন্য সকল বিষয়ের প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যথা, আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে যে জন নিত্যনিয়ত নিয়োজিত থাকে, সে শ্রীকৃষ্ণবিরহ সহ্য করতে পারে না। তারা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সকল প্রকারের প্রসাদ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমেই শ্রীভগবানের মায়াশক্তিকে জয় করে থাকেন। সন্ন্যাস আশ্রমের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা প্রাণান্তকর এবং কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের পরে ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তবে শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দ কেবলই নিজেদের মধ্যে শ্রীভগবানের কথা আলোচনা করে থাকেন, তাঁর নাম জপকীর্তন করেন এবং তাঁর বিবিধ লীলাকথা ও উপদেশাবলী নিয়ে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দুরতিক্রমণীয় জড়াশক্তিকে জয় করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তখন; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **আত্মাজৈঃ**—(সনক প্রমুখ) তাঁর পুত্র সন্তানদের নিয়ে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের সঙ্গে; **প্রজা-ঈশৈঃ**—এবং (মরীচি-প্রমুখ) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাদের; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অভ্যগাৎ**—(দ্বারকায়) গেলেন; **ভবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **চ**—ও; **ভূত**—সকল জীবের প্রতি; **ভব্য-ঈশঃ**—শুভপ্রদায়ী; **যযৌ**—গেলেন; **ভূতগণৈঃ**—ভূতপ্রেতগণের সঙ্গে; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তখন শ্রীব্রহ্মা তাঁর আপন পুত্রদের নিয়ে দেবতাগণ ও মহান প্রজাপতিদের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সকল জীবের প্রতি শুভপ্রদায়ী দেবাদিদেব শিবও বহু ভূতপ্রেতাদি পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২-৪

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২ ॥
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **মরুদ্ভিঃ**—বায়ুদেবতাদের সঙ্গে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান নিয়ন্তা; **আদিত্যাঃ**—আদিতি পুত্রগণ, দ্বাদশ বিশিষ্ট দেবতাগণ; **বসবঃ**—অষ্টবসুদেবগণ; **অশ্বিনৌ**—দুই অশ্বিনীকুমার; **ঋভবঃ**—ঋভুগণ; **অঙ্গিরসঃ**—শ্রীঅঙ্গিরা মুনির বংশধরগণ; **রুদ্রাঃ**—দেবাদিদেব শিবের অংশপ্রকাশ; **বিশ্বে সাধ্যাঃ**—বিশ্বদেব ও সাধ্যায়গণের নামে; **চ**—ও; **দেবতাঃ**—অন্যান্য দেবতাগণ; **গন্ধর্বঃ-অপ্সরঃ**—স্বর্গলোকের সঙ্গীতজ্ঞগণ এবং নর্তকীগণ; **নাগাঃ**—দিব্য সর্পগণ; **সিদ্ধ-চারণ**—সিদ্ধগণ ও চারণগণ; **গুহ্যকাঃ**—এবং ভূতপ্রেতগণ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **পিতরঃ**—পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ; **চ**—ও; **এব**—অবশ্য; **স**—সেই সাথে; **বিদ্যাধর-কিন্নরাঃ**—বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকাধামে; **উপসংজগ্মুঃ**—তাঁরা সকলে উপস্থিত হলেন; **সর্বে**—একসঙ্গে; **কৃষ্ণ-দিদৃক্ষবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের আশায়; **বপুষা**—দিব্যদেহ নিয়ে; **যেন**—যা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান;

নরলোক—সকল মানব সমাজের প্রতি; **মনঃ-রমঃ**—মনোরম সুন্দর; **যশঃ**—তাঁর যশ; **বিতেনে**—তিনি প্রসার করলেন; **লোকেষু**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে; **সর্বলোক**—সমগ্র লোকে; **মল**—কলুষতা; **অপহম্**—যা দূর করে।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান দেবরাজ ইন্দ্র তখন মরুৎগণ, আদিত্যগণ, বসুদেবগণ, অশ্বিনীগণ, অঙ্গিরাদি বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গুহ্যকগণ, মহর্ষিগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের আশায় দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্যরূপে সকলকে বিমুগ্ধ করলেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজ যশ ঘোষণা করলেন। শ্রীভগবানের গৌরবগাথার মহিমা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কলুষতা হরণ করে থাকে।

তাৎপর্য

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালনে দেবতাদের সহায়তা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান জড়জগতের মাঝে অবতরণ করে থাকেন। তাই দেবতাগণ সাধারণত উপেন্দ্ররূপে শ্রীভগবানের ঐ সকল রূপ দর্শন করেন। তবে, এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের বিবিধরূপে শ্রীবিষ্ণু অংশপ্রকাশ দর্শনে অভ্যস্ত হলেও, দেবতারা বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের অতি মনোহর রূপ দর্শনেই অভিলাষী হয়েছিলেন। *দেহদেহীবিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ*—পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর আপন দেহের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। জীবাত্মা থেকে জীবদেহ ভিন্ন হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য দেহরূপ সর্ব বিষয়েই শ্রীভগবানের সাথে অভিন্ন হয়।

শ্লোক ৫

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥

তস্যাম্—সেইখানে (দ্বারকায়); **বিভ্রাজমানায়াম্**—অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত; **সমৃদ্ধায়াম্**—অতি সমৃদ্ধশালী; **মহা-ঋদ্ধিভিঃ**—বিপুল ঐশ্বর্যে; **ব্যচক্ষত**—তাঁরা লক্ষ্য করলেন; **অবিতৃপ্ত**—অতৃপ্ত; **আক্ষাঃ**—তাঁদের চোখে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অদ্ভুতদর্শনম্**—আশ্চর্যরূপে।

অনুবাদ

সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতি সমৃদ্ধিশালী সেই দ্বারকা নগরীতে, দেবতাগণ তাঁদের অতৃপ্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ অবলোকন করলেন।

শ্লোক ৬

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্ ।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

স্বর্গ-উদ্যান—দেবতাদের স্বর্গলোকের উদ্যান থেকে; **উপগৈঃ**—আনীত; **মাল্যৈঃ**—পুষ্পমাল্যাদি; **ছাদয়ন্তঃ**—আচ্ছাদিত করে; **যদু-উত্তমম্**—যদুগণের শ্রেষ্ঠ; **গীর্ভিঃ**—গুণগানের মাধ্যমে; **চিত্র**—বিচিত্র মনোরম; **পদ-অর্থাভিঃ**—বাক্য ও ভাব সংমিশ্রণে; **তুষ্টুবুঃ**—তাঁরা বন্দনা করলেন; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম প্রভুকে।

অনুবাদ

স্বর্গের উদ্যানগুলি থেকে আনা পুষ্পমাল্যাদিতে দেবতাগণ পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করেন। তারপরে তাঁরা তাঁর গুণগান করেন, যদুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে বিচিত্র মনোরম বাক্য এবং ভাবসংমিশ্রণের সাহায্যে।

শ্লোক ৭

শ্রীদেবা উচুঃ

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্মময়োরুপাশাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ—দেবতাগণ বললেন; **নতাঃ স্ম**—আমরা নত হয়ে; **তে**—আপনার; **নাথ**—হে ভগবান; **পদ-অরবিন্দম্**—পাদপদ্মে; **বুদ্ধি**—আমাদের বুদ্ধির দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **বচোভিঃ**—এবং বাক্যে; **যৎ**—যা; **চিন্ত্যতে**—চিন্তামগ্ন; **অন্তঃ হৃদি**—হৃদয় মাঝে; **ভাবযুক্তৈঃ**—যাঁরা যোগ চর্চায় নিবদ্ধ; **মুমুক্ষুভিঃ**—যাঁরা মুক্তিলাভের উৎসুক; **কর্মময়ঃ**—ফলাশ্রয়ী কর্মের পরিণামে; **উরুপাশাৎ**—বিপুল বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

দেবতাগণ বলতে লাগলেন—আমাদের প্রিয় ভগবান, কঠোর জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে উন্নত যোগীরা তাঁদের অন্তরে আপনার পাদপদ্মে গভীর ভক্তি নিবেদন সহকারে ধ্যান করে থাকেন। আমরা, দেবতারা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণবায়ু, মন ও বাক্যের দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণতি জ্ঞাপন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, এই শ্লোকে *স্ম* শব্দটি *বিস্ময়* বোঝায়। দেবতারা বিস্ময়বোধ করেছিলেন যে, মহাতপস্বী যোগীরাই কেবলমাত্র তাঁদের অন্তরে শ্রীভগবানের যে শ্রীচরণকমলই ধ্যান করতে সক্ষম হন, দেবতারা দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সামনে সেই পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র দেহরূপ দর্শন করতে পারলেন। সুতরাং শক্তিমান দেবতাগণ শ্রীভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানিয়ে সাষ্টাঙ্গে নত হলেন। "দণ্ডবৎ" প্রণিপাত বলতে বোঝায় যে, একটি দণ্ডের মতোই সর্ব অঙ্গ ভূমিতে প্রণত করতে হয়, যা এইভাবে বৈদিক শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

দোর্ভ্যাং পদাভ্যাং জানুভ্যাম্ উরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

"অষ্ট অঙ্গ দ্বারা যে প্রণতি নিবেদন করা হয়, তাতে দুই বাহু, দুই পা, দুই জানু, বক্ষ, মস্তক, দুই চক্ষু, মন এবং বাক্য—এইগুলি ভূমিতে অবলম্ব করতে হয়।"

জড়া প্রকৃতির স্রোত প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়, এবং তাই শ্রীভগবৎ-চরণারবিন্দে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে থাকা চাই। নতুবা, ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং মানসিক কল্পনার ভয়াবহ তরঙ্গগুলি পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমাকুল সেবকরূপে মানুষের নিত্যকালের স্বরূপ মর্যাদা থেকে অবধারিতভাবে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবেই, এবং তখন মানুষ *উরুপাশাৎ* নামে এখানে বর্ণিত "এক অতি শক্তিশালী মায়াজালে" সুকঠিন বন্ধনপাশে বাঁধা পড়বে।

শ্লোক ৮

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥ ৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **মায়য়া**—মায়া শক্তির মাধ্যমে; **ত্রিগুণয়া**—প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সৃষ্টি; **আত্মনি**—স্বয়ং আপনারই মধ্যে; **দুর্বিভাব্যম্**—অভাবনীয়; **ব্যক্তম্**—প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করেন; **অবসি**—রক্ষা করেন; **লুম্পসি**—এবং বিলুপ্ত করেন; **তৎ**—সেই জড়া প্রকৃতির; **গুণ**—(সত্ত্ব, রজো এবং তমো) গুণাদির মধ্যে; **স্থঃ**—স্থিত; **ন**—না; **এতৈঃ**—এই গুলির দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **অজিত**—

হে অজেয় প্রভু; **কর্মভিঃ**—ক্রিয়াকর্মাদি; **অজ্যতে**—জড়িত হয়; **বৈ**—একেবারেই; **যৎ**—যেহেতু; **স্বে**—আপনার নিজের; **সুখে**—আনন্দে; **অব্যবহিতেঃ**—বিনা বাধায়; **অভিরতঃ**—আপনি সর্বদা অভিনিবিষ্ট থাকেন; **অনবদ্যঃ**—অতুলনীয় শ্রীভগবান।

অনুবাদ

হে অজেয় প্রভু, স্বয়ং আপনারই মধ্যে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সৃষ্টি মায়াশক্তির মাধ্যমে অভাবনীয় রূপে প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনি সৃষ্টি, রক্ষা এবং বিলুপ্ত করে থাকেন। মায়াশক্তির পরম অধিকর্তারূপে সেই জড়া প্রকৃতির গুণাদির পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের মাঝে আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে; তবে, কখনই আপনি জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মাদির মাঝে জড়িত হয়ে পড়েন না। বস্তুত, আপনি বিনাবাধায় সদাসর্বদা আপনার নিজ সচ্চিদানন্দ সুখে নিমগ্ন থাকেন এবং তাই হে অতুলনীয় শ্রীভগবান, কোনও প্রকার জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফলে আপনি কখনই সংক্রমিত হন না।

তাৎপর্য

দুর্বিভাব্যম্ শব্দটি এখানে বিশেষভাবেই অর্থবহ। অনর্থক এবং নিষ্ফল কল্পনার মাধ্যমে যে সকল মহা মহা জড়জাগতিক বিজ্ঞানীরাও তাদের জীবনের অপচয় করে থাকে, তাদের কাছেও জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরিণামঘটিত কারণ স্পষ্টতই অজানা রয়ে গেছে। অথচ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশপ্রকাশের অংশপ্রকাশরূপে শ্রীমহাবিষ্ণু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিকে একটি নগণ্য ক্ষুদ্র পরমাণুরূপে লক্ষ্য করে থাকেন। তাহলে মূর্খ বিজ্ঞানী বলে যারা পরিচিত, তারা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির জন্য তাদের হাস্যকর পরীক্ষামূলক ক্ষমতা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির যে চেষ্টা করে থাকে, তাদের ভাগ্যে জ্ঞানলাভের আশা কতটুকুই বা হতে পারে? তাই *অনবদ্য* শব্দটি উপরোক্ত শ্লোকটির শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শরীর, তাঁর চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ কিংবা উপদেশাবলী সম্পর্কে কেউ কোনও ত্রুটি কিংবা অসামঞ্জস্য খুঁজে পাবে না। জড়জাগতিক ভাবধারায় শ্রীভগবান অনভিজ্ঞ নন; তাই তিনি কখনই নিষ্ঠুরতা, অলসতা, নির্বুদ্ধিতা, অন্ধভাবাপন্ন তথা জড়জাগতিক আচ্ছন্নতার অধীন হন না। তেমনই, শ্রীভগবান যেহেতু কখনই জাগতিক রজোগুণাশ্রিত হন না। তিনি কখনই জাগতিক অহংকার, বিরহ দুঃখ, আকুলতা কিংবা উগ্রহিংসাভাব প্রকাশ করেন না। আর যেহেতু শ্রীভগবান জাগতিক সত্ত্বগুণ মুক্ত, তাই তিনি কখনই নিশ্চিন্ত জড়জাগতিক মনোবৃত্তি নিয়ে জড় জগৎ ভোগ করতে চান না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিতভাবে (*স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতঃ*) তাঁর দিব্যধামে নিত্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকেন এবং তাঁর অগণিত পার্ষদবর্গের সাথে অচিন্তনীয় প্রেমভক্তি আস্বাদন করেন। সেখানে শ্রীভগবান সকলকে আলিঙ্গন করেন এবং শ্রীভগবানকেও সকলে আলিঙ্গন করেন। তিনি প্রিয় পার্ষদবর্গের সঙ্গে কৌতুক বিনিময় করেন। শ্রীভগবান যমুনা নদীতে স্নানক্রীড়া করতে করতে এবং বৃন্দাবনের গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর একান্ত দিব্য প্রেমলীলার মাধ্যমে বনের ফুল-ফলের মাঝে বিহার করেন। কৃষ্ণলোকে এবং অন্যান্য বৈকুণ্ঠলোকে এই সকল লীলাবিহার নিত্য, শুদ্ধ এবং দিব্য আনন্দময়। পরিবর্তনশীল জড়জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শুষ্ক পরিবেশে শ্রীভগবান কখনই অবতরণ করেন না। অনন্তসত্তাময় পরমেশ্বর ভগবান কারও কাছে থেকে কোনও প্রকাশ লাভের আশা করেন না; তাই কর্মফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ শ্রীভগবানের মধ্যে নেই।

শ্লোক ৯

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৯ ॥

শুদ্ধিঃ—শুদ্ধতা; **নৃণাম্**—মানুষের; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **তথা**—সেইভাবে; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **দুরাশয়ানাম্**—যাদের চেতনা কলুষিত; **বিদ্যা**—সাধারণ আরাধনায়; **শ্রুত**—বৈদিক অনুশাসনাদি শ্রবণ এবং পালনের মাধ্যমে; **অধ্যয়ন**—বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পাঠ; **দান**—কৃপা বিতরণ; **তপঃ**—শুদ্ধ কৃচ্ছ্রতা; **ক্রিয়াভিঃ**—এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম; **সত্ত্ব-আত্মনাম্**—যাঁরা শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত; **ঋষভ**—হে পরম শ্রেষ্ঠ; **তে**—আপনার; **যশসি**—গুণগরিমায়; **প্রবৃদ্ধ**—পরিপূর্ণ পরিণত; **সৎ**—দিব্য; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাবিশ্বাস সহকারে; **শ্রবণ-সম্ভৃতয়া**—শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুনিবদ্ধ; **যথা**—যেভাবে; **স্যাৎ**—সেখানে।

অনুবাদ

হে পূজনীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ, যাদের চেতনা মায়ার দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তারা কেবলমাত্র সাধারণ পূজা-আরাধনার মাধ্যমেই নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে না, কিংবা বেদশাস্ত্রাদি পাঠ-অধ্যয়ন, দানধ্যান, কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং যাগযজ্ঞ করেও তারা শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। হে ভগাবান, যে সকল শুদ্ধাত্মাপুরুষ

আপনার গুণমহিমায় সুদৃঢ় দিব্য আস্থা পোষণ করতে শিখেছে, তারাই শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

যদি বৈদিক অনুশীলন এবং শুদ্ধভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধনের যোগ্যতা এবং গুণাবলী শুদ্ধ ভক্তের আয়ত্ত না হয়ে থাকে, তা হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচল একনিষ্ঠ বিশ্বাস থাকলেই শ্রীভগবান সেই ভক্তের একান্ত ভক্তির জন্য তাকে রক্ষা করবেন। অন্যদিকে, যদি কেউ সাধারণ দানধ্যান সহ নিজের জাগতিক গুণাবলীর ফলে বৃথা গর্ববোধ করতে থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গুণগাথা শ্রবণ ও কীর্তনে আত্মনিয়োগ করে না, তা হলে পরিণামে ফললাভ হবে শূন্য। যতই জাগতিক শুদ্ধতা, দানধ্যান কিংবা পাণ্ডিত্য থাকুক, তার দ্বারা দিব্য চিন্ময় আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। শুধুমাত্র চিন্ময় পরমেশ্বর শ্রীভগবানই চিন্ময় জীবাত্মার অন্তরে তাঁর কৃপা বিতরণের মাধ্যমেই তাকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন। দেবতারা তাঁদের সৌভাগ্যে বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণের ফলেই কেউ সর্বাঙ্গীন সার্থকতা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তাঁরা তো একেবারে শ্রীভগবানের নিজের নগরীতে প্রবেশ করছিলেন এবং তাঁদের সামনেই তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

শ্লোক ১০

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভিঃ-
ব্যূহেঽর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ১০ ॥

স্যাৎ—তাঁরা হতে পারেন; **নঃ**—আমাদের পক্ষে; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রিঃ**—শ্রীচরণকমল; **অশুভ-আশয়**—আমাদের অশুভ মনোভাবে; **ধূমকেতুঃ**—প্রলয়ঙ্কর অগ্নি; **ক্ষেমায়**—যথার্থ কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে; **যঃ**—যা; **মুনিভিঃ**—মুনিগণের দ্বারা; **আর্দ্র-হৃদা**—কোমল হৃদয়ে; **উহ্যমানঃ**—বাহিত হয়ে থাকে; **যঃ**—যা; **সাত্বতৈঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তমণ্ডলী; **সম-বিভূতয়ে**—তাঁর মতোই ঐশ্বর্য লাভের জন্য; **আত্মবদ্ভিঃ**—আত্মসংযমী মানুষদের দ্বারা; **ব্যূহে**—শ্রীবাসুদেব, শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শ্রীঅনিরুদ্ধের সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ অংশপ্রকাশে; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **সবনশঃ**—দৈনিক ত্রিসন্ধিক্ষণে; **স্বঃ-অতিক্রমায়**—এই জগতের দিব্য গ্রহমণ্ডলী অতিক্রমের জন্য।

অনুবাদ

জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় মহান ঋষিবর্গ সদাসর্বদাই তাঁদের ভগবৎ-প্রেমার্দ্র অন্তরে আপনার শ্রীচরণকমলের বন্দনা করে থাকেন। তেমনই, আপনার আত্মসংযমী ভক্তবৃন্দ আপনার সমপর্যায়ের বিভূতি লাভের জন্য স্বর্গের জড়জাগতিক রাজ্য অতিক্রম করে যাওয়ার বাসনায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে এবং অপরাহ্নের ত্রিসন্ধ্যায় আপনার শ্রীচরণকমল বন্দনা করে থাকেন। ঐভাবে আপনার চতুর্ভুজ অংশপ্রকাশের রূপের মাধ্যমে আপনার প্রভুত্বের চেতনায় ধ্যানমগ্ন পূজা আরাধনা করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার অশুভ বাসনা ভস্মীভূত করে যে জ্বলন্ত অগ্নি, আপনার শ্রীচরণকমল তারই মতো।

তাৎপর্য

শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমারাশির প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমেই বদ্ধ জীব তার জীবন শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের কৃতার্থ দেবতাদের অসামান্য সৌভাগ্যের বিষয় অধিক কী বলবার থাকতে পারে? অসংখ্য জড়জাগতিক কামনা-বাসনায় আমরা এখন জর্জরিত হয়ে থাকলেও, সেগুলি সবই অনিত্য অস্থায়ী। পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শুদ্ধ জীবের সাথে প্রেমময় সম্পর্ক উপলব্ধি করাই নিত্যসত্তার ধর্ম, এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমময় ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমেই জীবের হৃদয় সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিলাভ করে থাকে।

এই শ্লোকটিতে *ধূমকেতু* শব্দটি জ্বলন্ত ধূমকেতু বা অগ্নিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে দেবাদিদেব শিবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তিনি তমোগুণ তথা অজ্ঞানতার অধিকর্তা, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যেহেতু শিবের শক্তির প্রতীক সেই ধূমকেতু হৃদয়ের সকল অজ্ঞতার বিনাশ সাধন করতে পারে। *সমবিভূতয়ে* শব্দটি ("তাঁর মতোই ঐশ্বর্যলাভের জন্যই") বোঝায় যে, শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামেই প্রত্যাবর্তন করে থাকেন, এবং চিন্ময় জগতের অনন্ত সুখতৃপ্তি উপভোগ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত সুখ ভোগের ঐশ্বর্যরাশি সমৃদ্ধ পুরুষ, এবং তাই মুক্ত আত্মামাত্রই শ্রীকৃষ্ণের আলয়ে প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য লাভের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার সকল ঐশ্বর্যে বিভূষিত হন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকটির মধ্যে *ব্যূহে* শব্দটি বোঝায় যে, মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামে তিন পুরুষ অবতার এবং শ্রীবাসুদেবও রয়েছেন। যদি আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে পারি যে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তারিত করার মাধ্যমে জড় জগতের সৃষ্টি করে থাকেন,

তা হলে আমরা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারব যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি এবং তার ফলে আমাদের নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অভিলাষের বশে তা আত্মসাৎ করবার অভিলাষ থেকে মুক্ত থাকতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর শ্রীভগবান, তিনি প্রত্যেক জীবের প্রভু ও সকল ঐশ্বর্যের উৎস এবং প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যাকালে তাঁর পাদপদ্ম সকলেরই স্মরণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকে যে সর্বদা স্মরণ করে এবং কখনই বিস্মৃত হয় না, তার পক্ষে জড়জাগতিক মায়ার তমসাচ্ছন্ন ছায়ার বাইরে যথার্থ আনন্দময় জীবন উপভোগ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ১১

যশ্চিন্ত্যতে প্রয়তপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা ।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥ ১১ ॥

যঃ—যা; **চিন্ত্যতে**—চিন্তামগ্ন হয়ে; **প্রয়তপাণিভিঃ**—করজোড়ে প্রার্থনারত; **অধ্বর-অগ্নৌ**—যজ্ঞের অগ্নি মধ্যে; **ত্রয্যা**—বেদত্রয় (ঋক্, যজুঃ এবং সাম); **নিরুক্ত**—*নিরুক্ত* নামক শাস্ত্রে উপস্থাপিত অপরিহার্য জ্ঞাতব্য সমন্বিত; **বিধিনা**—পদ্ধতি অনুযায়ী; **ঈশ**—হে ভগবান; **হবিঃ**—যজ্ঞাহুতির জন্য ঘৃত; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অধ্যাত্মযোগে**—যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট যোগপদ্ধতি; **উত**—আরও; **যোগিভিঃ**—যোগাভ্যাসকারীদের দ্বারা; **আত্মমায়াম্**—আপনার আশ্চর্য জড়জাগতিক শক্তি সম্পর্কে; **জিজ্ঞাসুভিঃ**—যারা অনুসন্ধিৎসু; **পরম-ভাগবতৈঃ**—পরম উন্নত ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা; **পরীষ্টঃ**—যথাযথভাবে আরাধিত।

অনুবাদ

ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদ অনুসারে যজ্ঞের অগ্নিতে যাঁরা আহুতি প্রদানে উদ্যত হন, তাঁরা আপনারই শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন। তেমনই, অপ্রাকৃত যোগাভ্যাসকারীগণও আপনার দিব্য যোগাশক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আশায় আপনার শ্রীচরণপদ্মে ধ্যানমগ্ন হন, এবং অতি উত্তম শুদ্ধ ভক্তগণ আপনার মায়ার বন্ধন অতিক্রমের অভিলাষে যথাযথভাবে আপনারই শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে থাকেন।

তাৎপর্য

আত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ শব্দগুলি এই শ্লোকটির মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগীরা (*অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিঃ*) শ্রীভগবানের

অলৌকিক শক্তিরাজির জ্ঞান আহরণে উৎসুক হয়ে থাকেন, তবে শুদ্ধ ভক্তগণ (*পরম-ভাগবতৈঃ*) যাতে বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলের সেবা করতে পারেন, তার জন্য মায়ার রাজ্য অতিক্রমেই আগ্রহী হন। যেভাবেই হোক, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রতিই প্রত্যেকে আগ্রহান্বিত হন। ভগবদ্বিদ্বেষী জড়জাগতিক বিজ্ঞানীরাও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা জাগতিক শক্তি সম্পর্কে আকৃষ্ট, এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগীরা শ্রীভগবানের আরও এক অভিপ্রকাশ *আত্মামায়া* স্বরূপ জড় দেহের প্রতি লুব্ধ হয়ে থাকে। যদিও শ্রীভগবানের শক্তিরাশির সব কিছুই শ্রীভগবানেরই সাথে গুণগতভাবে একাত্ম, এবং সেইকারণেই প্রত্যেকটির সাথে, আনন্দময় চিন্ময় শক্তিই পরম সত্তা যেহেতু নিত্য সুখ অনুভূতির ক্ষেত্রে সেই সত্তাই শ্রীভগবান ও শুদ্ধ জীবগণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। প্রত্যেক জীবই মূলতঃ শ্রীভগবানের প্রেমময় সেবক, এবং শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তি জীবকে মায়ার প্রভাবের বাইরে তার শুদ্ধ স্বরূপ মর্যাদায় আত্মনিয়োজিত রাখে।

আমাদের স্বপনে এবং জাগরণের সমস্ত অভিজ্ঞতাই মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র; অবশ্য, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করে থাকি, তা সবই অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু সেইগুলি আমাদের স্থায়ী মর্যাদায় অভিষিক্ত করে থাকে। সেই ভাবেই, প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক জীব পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত শক্তিরাশির এক একটির অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে। তবে, চিন্ময় শক্তির অভিজ্ঞতাই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু তার মাধ্যমেই জীব পরমেশ্বর শ্রীভগবানের একান্ত বিশ্বস্ত সেবকরূপে তার নিত্য স্বরূপ মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।

দেবতারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের গুণকীর্তন করে থাকেন, যেহেতু তাঁরা স্বয়ং ঐ চরণযুগলের স্পর্শে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে বিশেষভাবে উৎসুক (*তবাঙ্ঘ্রিরস্মাকম্ অশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাৎ*)। যখন কোনও ঐকান্তিক ভক্ত পরমাগ্রহে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে আকুলভাবে মনোবাঞ্ছা পোষণ করে, তখন শ্রীভগবান তাকে তাঁর নিজধামে নিয়ে আসেন, ঠিক যেমনভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাক্রমে দেবতাগণ দ্বারকাধামে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

পর্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ॥ ১২ ॥

পর্যুষ্টয়া—জীর্ণ; **তব**—আপনার; **বিভো**—সর্বশক্তিমান; **বনমালয়া**—পুষ্পমাল্য দ্বারা; **ইয়ম্**—তিনি; **সংস্পর্ধিনী**—প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবাপন্ন; **ভগবতী**—পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিত্যসঙ্গিনী; **প্রতিপত্নীবৎ**—ঈর্ষাজর্জরিত উপপত্নীর মতো; **শ্রীঃ**—সৌভাগ্যের দেবী শ্রীমতী লক্ষ্মী; **যঃ**—যা পরমেশ্বর ভগবান (স্বয়ং আপনি); **সুপ্রণীতম্**—(যার দ্বারা) যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে; **অমুয়া**—এর দ্বারা; **অর্হণম্**—অর্পণ; **আদদন্**—গ্রহণ করে; **নঃ**—আমাদের; **ভূয়াৎ**—তাঁরা যেন হন; **সদা**—সর্বদা; **অঙ্ঘ্রিঃ**—পাদপদ্ম; **অশুভ-আশয়**—আমাদের অশুদ্ধ বাসনাদি; **ধূমকেতুঃ**—প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনি আমাদের মতো ভৃত্যদের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, আপনার বক্ষে আমরা যে শুষ্কজীর্ণ পুষ্পমাল্য স্থাপন করেছি, তাই আপনি গ্রহণ করেছেন। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী আপনার দিব্য বক্ষোপরি তাঁর অধিষ্ঠান সুরক্ষিত করে রয়েছেন, তাই তিনি নিঃসন্দেহে ঈর্ষাজীর্ণ উপপত্নীর মতোই সেই স্থানে আমাদের নিবেদনের অবস্থান লক্ষ্য করে চাঞ্চল্য বোধ করবেন। তা সত্ত্বেও আপনি এমনই কৃপাময় যে, আপনার নিত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকেও অবহেলা করছেন এবং আমাদের নৈবেদ্য পুষ্পমাল্য অতীব চমৎকার পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। হে করুণাময় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল যেন নিত্যকাল জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতোই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অশুভ কামনা-বাসনাদি গ্রাস করতে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহম্ ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকৃতজ্ঞচিত্তে এবং পরমানন্দে তাঁর প্রেমময় ভক্তের কাছ থেকে অতীব সামান্য নিবেদন মাত্রও স্বীকার করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রেমের দ্বারা বিজিত হয়ে থাকেন, ঠিক যেভাবে পিতা অতি অনায়াসেই তাঁর স্নেহের সন্তানের দেওয়া অতি সামান্য উপহারের বিনিময়ে বিজিত হয়ে থাকেন। শ্রীভগবানের নিরাকার নির্বিশেষবাদী ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে না পারলে, কোনও মানুষই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে এমনভাবে প্রেমময় উপহার নিবেদন করতে পারে না। অন্তর মাঝে পরমাত্মার চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হওয়ার যে পদ্ধতিকে *ধ্যানযোগ* বলা হয়ে থাকে, সেটি শ্রীকৃষ্ণের কাছে *ভক্তিযোগের* মতো

ততটা প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ ধ্যানের মাধ্যমে যোগী অলৌকিক আশ্চর্য শক্তিরাশি আয়ত্ত করতেই চায় যাতে সে নিজে সন্তুষ্ট হতে পারে (এবং তা শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়)। ঠিক তেমনই, শ্রীভগবানের কাছ থেকে জাগতিক সুখসুবিধা আদায়ের জন্য, সাধারণ মানুষ মন্দিরে মসজিদে গির্জায় শ্রীভগবানের পূজা করতে যায়। কিন্তু যথার্থ পারমার্থিক সার্থকতা অর্জনে অভিলাষী মানুষ অবশ্যই শ্রীভগবানের নাম ও লীলা শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমেই উজ্জীবিত হয়ে উঠে। সেই ধরনের ভগবদ্ভক্তিমূলক উৎসাহ-উদ্দীপনা ভগবৎ-প্রেম থেকেই জাগ্রত হয় এবং তার মধ্যে কোনও রকম স্বার্থচিন্তামূলক প্রত্যাশা থাকে না।

শ্রীভগবান এমনই কৃপাময় যে, তাঁর একান্ত নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীকেও অবহেলা করে থাকেন এবং তাঁর করুণাপ্রার্থী ভক্তকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, ঠিক যেমন একটা উপহার নিয়ে স্নেহের পুত্র যখন পিতার দিকে এগিয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমালিঙ্গন থেকেও নিজেকে অবহেলা ভরে মুক্ত করে নিয়ে পুত্রের উপহারটির দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য হন।

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানে অঙ্গভূষণরূপে নিবেদিত কোনও পুষ্পমাল্য জীর্ণ হতে পারে না, কারণ শ্রীভগবানের একান্ত ব্যবহার্য পরিকরাদি সবই সম্পূর্ণভাবে দিব্য এবং পারমার্থিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তেমনই, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই যিনি দিব্য পরমার্থগুণসম্পন্না, সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চরিত্রের মধ্যেও জড়জাগতিক ঈর্ষাভাব জাগ্রত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং, দেবতাদের মন্তব্যগুলিকে সুগভীর ভগবৎ-প্রেমেরই ঐকান্তিক অভিব্যক্তিস্বরূপ কৌতুকাবহ বাক্যালাপ বলে মনে করা যায়। দেবতারা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়-আনুকূল্য উপভোগ করে থাকেন, এবং শ্রীভগবান ও তাঁর নিত্যসঙ্গিনীর সাথে তাঁদের প্রেমময় সম্পর্কের ভরসায় তাঁরা কৌতুকাবহ বাক্যালাপের স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকেন।

শ্লোক ১৩

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥ ১৩ ॥

কেতুঃ—পতাকাদণ্ড; **ত্রিবিক্রম**—বলি মহারাজকে জয় করবার জন্য তিনটি বিপুল পদক্ষেপ; **যুতঃ**—সুশোভিত; **ত্রিপতৎ**—ত্রিভুবনের সর্বত্র পতিত হয়ে; **পতাকঃ**—

যার উপরে পতাকাসহ; **যঃ**—যা; **তে**—আপনার (পাদপদ্ম); **ভয়-অভয়**—ভয় এবং ভয়শূন্যতা; **করঃ**—সৃষ্টি করে; **অসুর-দেব**—অসুরগণ ও দেবতাগণের; **চম্বোঃ**—নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর জন্য; **স্বর্গায়**—স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে; **সাধুষু**—ঋষিতুল্য দেবতাগণ ও ভক্তবৃন্দের মাঝে; **খলেষু**—ঈর্ষাজর্জরিত মানুষদের মাঝে; **ইতরায়**—বিপরীত প্রকৃতির জন্য; **ভূমন্**—হে পরম শক্তিমান শ্রীভগবান; **পাদঃ**—শ্রীচরণকমল; **পুনাতু**—তারা যেন পবিত্র হয়ে উঠে; **ভগবন্**—হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **ভজতাম্**—যাঁরা আপনার ভজনায় নিয়োজিত; **অঘম্**—পাপরাশি; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান, আপনার শ্রীত্রিবিক্রম অবতাররূপে, আপনি পতাকাদণ্ডের মতো আপনার পাদপদ্ম উত্তোলন করে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিলেন, যাতে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা বিজয়পতাকার মতো সমগ্র ত্রিভুবনের সর্বত্র ত্রিধারায় প্রবাহিত হতে পারে। আপনার পাদপদ্মের তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা আপনি বলি মহারাজার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। আপনার পাদপদ্ম দৈত্যদানবদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং তাদের নরকে প্রেরণ করে, আপনার ভক্তমণ্ডলীকে স্বর্গীয় জীবনধারার সার্থকতা উত্তীর্ণ করে এবং নির্ভয় সৃষ্টি করে। হে ভগবান, আমরা আপনাকে বন্দনার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করে থাকি, সুতরাং আপনার শ্রীচরণকমল যেন আমাদের সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিপুল শাস্ত্রসম্ভারের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের জন্য বলি মহারাজের কাছ থেকে তার অধিকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সুশ্রী খর্বকায় ব্রাহ্মণ বামন রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর শ্রীচরণ ব্রহ্মাণ্ডেরও সীমানার বাইরে উপরদিকে উত্তোলন করেছিলেন। যখন শ্রীভগবানের পা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণে একটি গহ্বরের সৃষ্টি করে, তখন পবিত্র গঙ্গানদীর জল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। এই দৃশ্যটি যেন পরমাশ্চর্য বিজয়বৈজয়ন্তী তথা পতাকাদণ্ডের মতো প্রতিভাত হয়েছিল।

তাই শ্রুতিমন্ত্রাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে—*চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি*—"পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমল অতি পবিত্র, সর্বব্যাপী এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইগুলির দ্বারা যে পবিত্র হয়, সে সকল পূর্বকৃত পাপকর্মফল অতিক্রম করে।" সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল আরাধনার প্রক্রিয়া অতীব জনপ্রিয়।

শ্লোক ১৪

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্যমানাঃ ।
কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥ ১৪ ॥

নসি—নাসিকার মধ্য দিয়ে; **ওত**—বদ্ধ; **গাবঃ**—বলদেরা; **ইব**—যেমন; **যস্য**—যাদের; **বশে**—অধীনে; **ভবন্তি**—তারা থাকে; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সকলে; **তনু-ভৃতঃ**—দেহধারী জীবগণ; **মিথুঃ**—প্রত্যেকের মধ্যে; **অর্দ্যমানাঃ**—সংগ্রামে রত; **কালস্য**—কালের গতিতে; **তে**—স্বয়ং আপনার; **প্রকৃতি-পূরুষয়োঃ**—জড়া প্রকৃতি এবং জীবগণ উভয়ে; **পরস্য**—যিনি তাদের সকলেরই ঊর্ধ্বে; **শম্**—দিব্য সৌভাগ্য; **নঃ**—আমাদের জন্য; **তনোতু**—তারা বিস্তার লাভ করতে পারে; **চরণঃ**—শ্রীচরণপদ্ম; **পুরুষ-উত্তমস্য**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের।

অনুবাদ

আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনি জড়া প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ভোগকারী জীবগণেরও শ্রেষ্ঠ দিব্য সত্তা। আপনার শ্রীচরণপদ্ম দিব্য আনন্দ আমাদের উপরে বিতরণ করুন। ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত মহান দেবতারা সকলেই জীবসত্তা। আপনার কালের গতিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে তারা যেন নাসামধ্যে রজ্জুনিবদ্ধ বলদের মতোই আকৃষ্ট হয়ে সংগ্রাম করে চলেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*ননু যুদ্ধে দেবাসুরাদয়ঃ পরস্পরং জয়ন্তী জীয়ন্তে চ কিম্ অহং তত্রেত্যত আহুঃ, নস্যীতি । মিথুর্মিথোঽর্দ্যমানা যুদ্ধাদিভিঃ পীড্যমানা ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্য তব বশে ভবন্তি ন তু জয়ে পরাজয়ে বা স্বতন্ত্রাঃ*—"দেবতাগণ, অথবা ভগবদ্ভক্তগণ, এবং দৈত্যগণ, অথবা ভগবদ্-বিরোধীগণের মধ্যে চিরন্তন সংগ্রামে, প্রত্যেক পক্ষই কখনও জয়লাভ করে এবং কখনও আপাতদৃষ্টিতে পরাজয় বরণ করে। কেউ হয়ত যুক্তি দেখাতে পারে যে, এই সমস্তই বিরুদ্ধবাদী জীবগণেরই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে পরমেশ্বর ভগবানের করণীয় কিছুই থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক জীবই অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানেরই কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং তাই পরাজয় সর্বদাই ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে হয়ে থাকে।" এই মতবাদের দ্বারা জীবের স্বাধীন ইচ্ছার যথার্থতা অগ্রাহ্য করা হয় না, যেহেতু জীবের গুণকর্মের অনুপাতেই শ্রীভগবান জয় এবং পরাজয় অর্পণ করে

থাকেন। বিধিমতো আইনী সংগ্রামে প্রামাণ্য বিচারকের পৌরোহিত্যে বিধিমতো প্রথার মধ্যেই স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে বাদী কিংবা বিবাদী পক্ষ কেউ সক্রিয় হতে পারে না। আইনী আদালতের মধ্যে জয় এবং পরাজয় বিচারপতি দ্বারাই ঘোষিত হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারক আইন মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, যার ফলে উভয় পক্ষের কোনও দিকেই অনুকূল কিংবা প্রতিকূল আচরণ বিবেচনা করা হয় না।

সেইভাবেই, পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রারব্ধ কর্মফল বিচার করেই ফল প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবানকে নস্যাৎ করবার জন্য জড়বাদীরা প্রায়ই যুক্তি উত্থাপন করে থাকে যে, প্রায়ক্ষেত্রেই নির্দোষ মানুষেরা কষ্ট ভোগ করে অথচ অধার্মিক বদমাশরা নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সমস্ত যুক্তিধারী জড়বাদী মানুষদের মতো পরমেশ্বর শ্রীভগবান নির্বোধ নন। শ্রীভগবান আমাদের অনেক পূর্বজন্মের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারেন; তাই কোনও মানুষের শুধুমাত্র ইহজন্মের কার্যকলাপের ফলাফল ছাড়াও, তার পূর্বজন্মের কর্মফলের বিচারেও মানুষকে তথা জীবকে ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগের বিধান দিতে পারেন। যেমন, খুব কঠোর পরিশ্রম করে কোনও মানুষ বিপুল সম্পত্তি আহরণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। যদি তেমন কোনও নব্য ধনী মানুষ তখন তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হীনকর্মের জীবন যাপন করতে থাকে, তা হলে তার ধনসম্পদ তৎক্ষণাৎ নিঃশেষিত হয়ে যায় না। আবার অন্যদিকে, ধনী হয়ে উঠা যার ভাগ্যে আছে, সে হয়ত এখন কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে চলেছে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে, এবং এখনও অর্থব্যয়ে সামর্থ্য লাভ করেনি। তাই আপাতদৃষ্টিতে মানুষ অবশ্যই বিভ্রান্তি বোধ করতে পারে যে, নিয়মনিষ্ঠ আদর্শবাদী কঠোর পরিশ্রমী মানুষটি অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে আর দুর্নীতিপরায়ণ অলস প্রকৃতির মানুষটির দখলে প্রচুর ধনসম্পদ এসে পড়ে আছে। এইভাবেই, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে জড়জাগতিক নির্বোধ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ সুবিচারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্তাশক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটিতে যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অভ্রান্ত। বলদ অতি বলশালী হলেও, তার নাকের মধ্যে দিয়ে একটি দড়ি লাগিয়ে সামান্য আকর্ষণ করেই তাকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ঠিক সেইভাবেই, বড় বড় শক্তিমান রাজনৈতিক নেতা, পণ্ডিত, দেবতা প্রভৃতি সকলকেই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় মুহূর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই দেবতারা তাঁদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার জন্যে দ্বারকাধামে যাননি, বরং পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমলে বিনম্রচিত্তে আত্মসমর্পণ করতেই অভিলাষী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানাম্
অব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ ।
সোঽয়ং ত্রিণাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

অস্য—এই (ব্রহ্মাণ্ডের); **অসি**—আপনি; **হেতুঃ**—কারণ; **উদয়**—সৃষ্টির; **স্থিতি**—পালন; **সংযমানাম্**—এবং প্রলয়; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত জড়া প্রকৃতি; **জীব**—জীব; **মহতাম্**—এবং যে মহত্তত্ত্ব থেকে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়ে থাকে; **অপি**—আরও; **কালম্**—নিয়ন্ত্রণকারী সময়; **আহুঃ**—আপনি কথিত হয়ে থাকেন; **সঃ অয়ম্**—এই একই ব্যক্তি পুরুষ; **ত্রি-ণাভিঃ**—(তিনটি অংশে বিভাজিত বৃত্তাকারে চক্রের মতো) বৎসরের চার-মাসের এক-একটি ঋতু হিসাবে; **অখিল**—সব কিছুর; **অপচয়ে**—বিনাশ সাধনে; **প্রবৃত্তঃ**—নিয়োজিত; **কালঃ**—সময়; **গভীর**—অনধিগম্য; **রয়ঃ**—যার চালনা; **উত্তম-পূরুষঃ**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **ত্বম্**—আপনি।

অনুবাদ

আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মহাকালরূপে, জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও অভিব্যক্ত অবস্থা এবং প্রত্যেক জীবের আচরণ আপনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মহাকালের ত্রিনাভি যুক্ত চক্ররূপে আপনার অনধিগম্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সকল বস্তুর বিনাশ সাধন করে থাকেন এবং তাই আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।

তাৎপর্য

গভীররয়ঃ অর্থাৎ "অনধিগম্য চালনা শক্তি" শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রকৃতির নিয়মে আমাদের নিজেদের শরীর সমেত সমস্ত জড়জাগতিক পদার্থই ক্রমশ বিনাশপ্রাপ্ত হতে থাকে। যদিও আমরা এইভাবে জরাজীর্ণ হওয়ার দীর্ঘস্থায়ী পরিণাম লক্ষ্য করে থাকি, তবুও আমরা এই প্রক্রিয়াটির যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন, কেউ বুঝতেই পারে না কেমনভাবে তার চুল বা নখ বাড়তে থাকে। সেইগুলির বৃদ্ধির পরিণাম আমরা অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তের পর মুহূর্ত তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমরা পারি না। তেমনই, কোনও বাড়ি ক্রমশ জীর্ণ হতে হতে অবশেষে ধ্বংস করে ফেলা হয়। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে কেমনভাবে তা ঘটছে, তা আমরা অনুধাবন করতেই পারি না। কিন্তু কালের দীর্ঘ ব্যবধানে বাড়িটির অবক্ষয় আমরা বাস্তবিকই লক্ষ্য করতে পারি।

অন্যভাবে বলা চলে, আমরা বার্ধক্য অথবা অবক্ষয়ের পরিণাম বা অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি, কিন্তু তা যেভাবে সক্রিয় হতে থাকে, সেই প্রক্রিয়াটি এমনই দুর্নিরীক্ষ্য যে, আমরা তা বুঝতে পারি না।। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহাকালের রূপ সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর শক্তি এমনই রহস্যজনকভাবে সক্রিয় হয়ে আছে।

ত্রিনাভিঃ শব্দটি বোঝায় যে, সূর্যের গতিক্রমের জ্যোতির্বিদ্যাসম্মত গণনাদি অনুসারে, একটি বৎসরকে তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যেগুলি মেষ, বৃষ, কন্যা ও কর্কট; সিংহ, মিথুন, তুলা ও বৃশ্চিক এবং কুম্ভ, মীন, ধনু ও মকর রাশিচক্রের নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

উত্তমপুরুষ অর্থাৎ *পুরুষোত্তম* শব্দটি *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৮) এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

"যেহেতু আমি অপ্রাকৃত দিব্যপুরুষ, ক্ষয় এবং অক্ষয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে বিরাজ করি, এবং যেহেতু সর্বোত্তম, তাই আমি এই বিশ্বে এবং বেদশাস্ত্রেও পরম পুরুষরূপে বিদিত হয়ে থাকি।"

শ্লোক ১৬

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যযাস্য বীর্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্যঃ ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার কাছ থেকে; **পুমান্**—পুরুষ-অবতার শ্রীমহাবিষ্ণু; **সমধিগম্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **যযা**—যার সাথে (জড়া প্রকৃতি); **অস্য**—এই সৃষ্টির; **বীর্যম্**—শক্তিপ্রদায়িনী বীজ; **ধত্তে**—তিনি ফলবতী করেন; **মহান্তম্**—মহত্তত্ত্ব, মূল উপাদানগুলির সমাহার; **ইব গর্ভম্**—সাধারণ ভ্রূণের মতো; **অমোঘ-বীর্যঃ**—যাঁর বীর্য কখনও বিফল হয় না; **সঃ অয়ম্**—সেই একই (মহত্তত্ত্ব); **তয়া**—সেই জড়া প্রকৃতির সাথে; **অনুগতঃ**—সংযুক্ত; **আত্মনঃ**—তা থেকেই; **অণ্ড-কোশম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আদি অণ্ডরূপ; **হৈমম্**—স্বর্ণমণ্ডিত; **সসর্জ**—সৃষ্টি হয়; **বহিঃ**—তার বহিরাবরণে; **আবরণৈঃ**—বিবিধ আবরণ সহ; **উপেতম্**—পরিবেশিত হয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু আপনারই সৃষ্টিশক্তি থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এইভাবে অক্ষয় শক্তির সাহায্যে তিনি জড়া প্রকৃতিকে বীর্যবতী করেন এবং তাতে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। তারপরে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সম্মিলিত জড়াপ্রকৃতি ভগবানের শক্তি সম্পন্ন হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্ণময় আদি অণ্ডকোষ উৎপন্ন করেন, যা থেকে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের আবরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হতে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে জীব ও জড়া প্রকৃতির বিষয়ানুসারে পরমেশ্বর ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মহত্তম বিষ্ণু অবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রতিভাত হয়েছেন, এবং শ্রীমহাবিষ্ণু তাঁর সৃষ্টিশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকেই লাভ করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার, এমন ধারণা মূর্খতার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণের অভিমতই চূড়ান্ত বিবেচনা করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৭

তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
মন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্ ।
অর্থাঞ্জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥ ১৭ ॥

তৎ—অতএব; **তস্থুষঃ**—যা কিছু স্থাবর, নিশ্চল; **চ**—এবং; **জগতঃ**—জঙ্গম, সচল; **চ**—আরও; **ভবান্**—আপনি হন; **অধীশঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যৎ**—যেহেতু; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির মায়ায়; **উত্থঃ**—উত্থাপিত; **গুণ**—(প্রকৃতির) গুণাবলীর; **বিক্রিয়য়া**—(জীবের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ায়) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ; **উপনীতান্**—একত্রে সংগৃহীত; **অর্থান্**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রী; **জুষন্**—সংযোজিত হয়ে; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **হৃষীকপতে**—হে সর্বজনের ইন্দ্রিয়-অধিপতি; **ন লিপ্তঃ**—আপনি নির্লিপ্ত থাকেন; **যে**—যাঁরা; **অন্যেঃ**—অন্য সকলে; **স্বতঃ**—তাদের আপন ক্ষমতায়; **পরিহৃতাৎ**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক (কারণে); **অপি**—এমনকি; **বিভ্যতি**—তারা ভীত হয়; **স্ম**—অবশ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম স্রষ্টা এবং সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর পরম নিয়ন্তা। আপনি সকল ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার পরম নিয়ন্তা শ্রীহৃষীকেশ।

তাই, জড়া সৃষ্টির অভ্যন্তরে অসংখ্য ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপের মাঝে আপনার পর্যবেক্ষণের মাঝেও আপনি কখনই কোনও প্রকারেই কলুষিত কিংবা সংশ্লিষ্ট হন না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য জীবগণ, যথা যোগীগণ এবং দার্শনিকগণও তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের সময়ে পরিত্যক্ত জাগতিক বিষয়গুলি শুধুমাত্র স্মরণের ফলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল বদ্ধ জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ক্রিয়াকর্ম ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে তাদের পরিচালিত করে থাকেন। ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপের হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল থেকে মানুষ ক্রমশই জড়জাগতিক জীবনধারা পরিত্যাগ করে আবার নিজের হৃদয়মাঝে শ্রীভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে থাকে। জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার মাঝে জীবনকে উপলব্ধির ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে ভগবানের কোনরকমই বিকার ঘটে না। পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে কোন প্রকারেই আতঙ্ক কিংবা বিপত্তির সম্ভাবনা নেই, কারণ কোন কিছুই তাঁর সত্তা থেকে ভিন্ন নয়।

শ্লোক ১৮

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈঃ
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্যুঃ ॥ ১৮ ॥

স্মায়—স্মিতহাস্যে; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **লব**—মুহূর্তে; **দর্শিত**—প্রদর্শন করিয়ে; **ভাব**—তাদের মনোভাব; **হারি**—মনোহারী; **ভ্রূমণ্ডল**—ভ্রূভঙ্গীতে; **প্রহিত**—চালনায়; **সৌরত**—মধুর রসে; **মন্ত্র**—বাণী; **শৌণ্ডৈঃ**—ভাবের অভিব্যক্তি সহকারে; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **তু**—কিন্তু; **ষোড়শ-সহস্রম্**—ষোল হাজার; **অনঙ্গ**—কামদেবের; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **যস্য**—যার; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়াদি; **বিমথিতুম্**—চঞ্চল করার জন্য; **করণৈঃ**—সকল কৌশলে; **ন বিভ্যুঃ**—তারা সক্ষম হতে পারেনি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ষোল হাজার অনিন্দ্যসুন্দরী মনোহারী মহিষীদের সঙ্গে বাস করছেন। তাঁদের মনোহারী ভ্রূভঙ্গী, স্মিতহাস্য, অপ্রতিরোধ্য আহ্বানের মাধ্যমে তাঁদের ঐকান্তিক মধুর রস আস্বাদনের আকুলতা জানিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত অনঙ্গবাণের আঘাতে আপনার মন এবং ইন্দ্রিয়াদি বিচলিত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও জড় বিষয়াদি ভগবানের ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করতে পারে না। এখন এই শ্লোকটিতে দেখানো হয়েছে যে, চিন্ময় ইন্দ্রিয় উপভোগেরও কোনও আকাঙ্ক্ষা ভগবানের থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তা। তিনি সকল সুখতৃপ্তির উৎস, এবং জাগতিক কিংবা পারমার্থিক কোনও কিছুতেই লালসা করেন না। যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নী সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে পারিজাত পুষ্প হরণ করে এনেছিলেন এবং তাতে মনে হয়েছিল তিনি তাঁর প্রেমময়ী পত্নীর অধীনে যেন একজন দুর্বলচিত্ত পতি হয়ে গিয়েছিলেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ যদিও কখনও-বা তাঁর ভক্তমণ্ডলীর প্রেমের মাধ্যমে তাদের দ্বারা বিজিত হয়েছেন মনে হতে পারে, তা হলেও তিনি কখনই সাধারণ কামপ্রবণ জড়জাগতিক মানুষের মতো ভোগ-উপভোগের লালসায় প্রভাবান্বিত হননি। শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তজনের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত প্রেমময় ভক্তিভাবের বিনিময়ের তাৎপর্য ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষেরা বুঝতে পারে না। আমাদের সুগভীর একান্ত কৃষ্ণপ্রেমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন জয় করতে পারি, এবং তার ফলে শুদ্ধ ভক্ত বাস্তবিকই শ্রীভগবানকে নিয়ন্ত্রিত করতেও পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বয়স্কা গোপিকারা বৃন্দাবনে নানাভাবে নানা ছন্দে হাতে তালি বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্যে উৎসাহিত করতেন, এবং দ্বারকায় সত্যভামা তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে ফুল আনতে আদেশ করেছিলেন। ষড়্‌গোস্বামীদের উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের গানে আছে—*গোপীভাবরসামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নৌ মুহুঃ*—শ্রীভগবান এবং শুদ্ধভক্তের প্রেম যেন চিন্ময় আনন্দের সমুদ্রেরই মতো। কিন্তু সেই সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্ত হয়েই থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অবহেলাভরে ব্রজভূমির অনিন্দ্যসুন্দরী অতুলনীয়া তরুণী গোপীকাদের সঙ্গ বর্জন করে, তাঁর পিতৃব্য শ্রীঅক্রূরের অনুরোধে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন। তাতে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবনের গোপিকারা কিংবা দ্বারকার মহিষীরা কেউই শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনও প্রকার ভোগতৃষ্ণা উদ্দীপ্ত করতেই পারেননি। যখন সকল বাক্যালাপ সমাপ্ত হয়, তখন এই জগতে বোঝায় মৈথুন। কিন্তু এই তুচ্ছ মৈথুন আকর্ষণ নিতান্তই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চিন্ময় জগতের নিত্য পার্ষদবর্গের মধ্যে দিব্য প্রেমলীলারই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। বৃন্দাবনের গোপিকারা আভিজাত্যবর্জিত গ্রাম্য বালিকা, অথচ দ্বারকার মহিষীরা মর্যাদাসম্পন্না তরুণী। অথচ গোপিকারা এবং মহিষীরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু পরম

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য, শৌর্য, বীর্য, যশগৌরব, জ্ঞানসম্পদ এবং বৈরাগ্যভাবের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠায় সম্যকভাবে ভূষিত হয়ে তার যথার্থ অভিপ্রকাশ সাধন করে থাকেন, তাই তাঁর আপন মহিমান্বিত মর্যাদায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকেন। গোপিকাগণ এবং মহিষীগণের কল্যাণেই তিনি তাঁদের সাথে প্রেমলীলা বিনিময় করেন। শুধুমাত্র মূর্খজনেরাই মনে করে যে, আমরা হতভাগ্য বদ্ধজীবেরা যেভাবে সকল প্রকার বিকৃত রুচির আনন্দ উপভোগে আসক্ত হয়ে থাকি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে আকৃষ্ট হতে পারেন। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানের পরম দিব্য অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে প্রত্যেকেরই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত। দেবতাদের এই মন্তব্যের সেটাই স্বচ্ছ অভিব্যক্তি।

শ্লোক ১৯

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্ ।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ১৯ ॥

বিভ্ব্যঃ—সক্ষম; **তব**—আপনার; **অমৃত**—অমৃতময়; **কথা**—বিষয়াদি; **উদ-বহাঃ**—জলবাহী নদীগুলি; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের; **পাদ-অবনে**—আপনার চরণকমলের স্নানের মাধ্যমে; **জ**—সৃষ্ট; **সরিতঃ**—নদীগুলি; **শমলানি**—সকল কলুষাদি; **হন্তুম্**—নাশ করার জন্য; **আনুশ্রবম্**—প্রামাণ্য সূত্রের মাধ্যমে শ্রবণ প্রক্রিয়া সম্বলিত; **শ্রুতিভিঃ**—শ্রবণের মাধ্যমে; **অঙ্ঘ্রি-জম্**—আপনার শ্রীচরণকমল থেকে উৎসারিত; **অঙ্গ-সঙ্গৈঃ**—সাক্ষাৎ দৈহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে; **তীর্থ-দ্বয়ম্**—এই দুই প্রকার পুণ্যস্থান; **শুচি-ষদঃ**—যাঁরা শুচিতা অর্জনে আকুল; **তে**—আপনার; **উপস্পৃশন্তি**—তাঁরা সঙ্গলাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন।

অনুবাদ

আপনার সম্পর্কিত অমৃতকথার ফল্গুধারা, এবং আপনার শ্রীচরণকমল স্নাত হয়ে উৎসারিত পবিত্র নদীধারাগুলিও, ত্রিভুবনের সকল কলুষতা নাশ করতে পারে। যাঁরা শুদ্ধতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন, তাঁরা শ্রবণের মাধ্যমে আপনার গুণমহিমার পুণ্য বর্ণনার সাথে পরিচয় লাভের দ্বারা মানসিক শুদ্ধতা লাভ করেন, তাঁরা আপনার শ্রীচরণকমল থেকে প্রবাহিত পবিত্র নদীগুলিতে অঙ্গসংবাহনের মাধ্যমে শারীরিক শুচিতা অর্জন করে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *আনুশ্রবং গুরোরুচ্চারণম্ অনুশ্রূয়তে*—"পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে কৃষ্ণকথা অনুধাবন করা উচিত।" পারমার্থিক সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস, শক্তিমত্তা এবং অবতারসমূহ বর্ণনা করে থাকেন। যদি দীক্ষাগুরু সদ্‌গুণভাবাপন্ন হন এবং শিষ্য আন্তরিক ও অনুগত হন, তখন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান যথার্থ অমৃতময় হয়ে উঠে গুরু-শিষ্য উভয়ের পক্ষেই। ভগবদ্ভক্তেরা যে বিশেষ আনন্দসুখ উপভোগ করেন, সাধারণ লোকে তা ধারণা করতেই পারবে না। সেই ধরনের অমৃতময় বাক্যালাপ এবং শ্রবণের মাধ্যমে বদ্ধ জীবের অন্তরে সকলপ্রকার কলুষতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বিহনে জীবন যাপন করার বাসনাই মূল কলুষতা।

এখানে বর্ণিত অন্যতম অমৃতরূপে *চরণামৃত* উল্লেখ করা হয়েছে, যা শ্রীভগবানের চরণস্নাত অমৃতময় জলধারা। ভগবান শ্রীবামনদেব তাঁর নিজ পাদপদ্মের শ্রীচরণাঘাতের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে পুণ্যপবিত্র গঙ্গার অমৃতধারা নেমে এসে তাঁর শ্রীচরণাঙ্গুলি বিধৌত করে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পতিত হয়েছিল। যমুনা নদীও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল বিধৌত করে দিয়েছিল, যখন শ্রীভগবান এই গ্রহে পাঁচ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁর গোপসখাবৃন্দ এবং গোপিকাগণের সাথে যমুনা নদীতে জলবিহার করতেন, এবং তার ফলে ঐ নদীটিও চরণামৃত। সুতরাং গঙ্গা অথবা যমুনা নদীতে স্নানের প্রয়াস করা উচিত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইসকনের মন্দিরগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পাদপদ্ম স্নান করানো হয়, এবং ঐভাবে পবিত্র জল *চরণামৃত* রূপে অভিহিত হয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যবর্গ এবং অনুগামীদের প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীবিগ্রহের সামনে উপস্থিত হতে শিখিয়েছেন এবং শ্রীবিগ্রহের চরণস্নাত চরণামৃত তিন ফোঁটা পানের উপদেশ দিয়েছেন।

এই সকল উপায়ে মানুষ তার হৃদয় পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। যখন মানুষ দিব্য আনন্দের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে জড় জগতে আর জন্মগ্রহণ করে না। এই শ্লোকটিতে *শুচিষদঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ—প্রত্যেক মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ক্রিয়াকর্মে অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হয়। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই শ্রীভগবানের সেবাসাধনের প্রক্রিয়াদি শিখতে হয়, এবং তাঁর উপদেশাবলী কোনও প্রকার কল্পনা ব্যতিরেকেই স্বীকার

করতে হয়। যারা এই জগতের কল্পনাট্যরূপে আসক্ত হয়ে থাকে, প্রায়ই তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত নিজের খেয়ালখুশিমতো ধারণা কল্পনা করে নেয়। কিন্তু শুধুমাত্র পারমার্থিক সদ্‌গুরুই আমাদের পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান সম্পর্কিত যথার্থ শুদ্ধ জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। সেই ধরনের জ্ঞান কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সকল গ্রন্থে দেখা যায়।

শ্লোক ২০

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্ ।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিষ্টূয়**—প্রার্থনা জানিয়ে; **বিবুধৈঃ**—অন্য সকল দেবতাগণ সহ; **স-ঈশঃ**—এবং দেবাদিদেব শিবও; **শত-ধৃতিঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অভ্যভাষত**—বললেন; **গোবিন্দম্**—শ্রীগোবিন্দকে; **প্রণম্য**—প্রণাম জানিয়ে; **অম্বরম্**—আকাশে; **আশ্রিতঃ**—অবস্থান করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—ব্রহ্মা সহ দেবাদিদেব শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর পরে, ব্রহ্মা স্বয়ং আকাশমার্গে অবস্থিত হলেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো ।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—বোঝা; **অবতারায়**—লাঘব করার জন্য; **পুরা**—পূর্বে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—অনুরোধ করা হয়েছিল; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্বম্**—আপনাকে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অশেষ-আত্মন্**—হে সর্বলোকের অনন্ত আত্মা; **তৎ**—তা (অনুরোধ); **তথা এব**—আমরা যেভাবে ব্যক্ত করলাম; **উপপাদিতম্**—পরিপূর্ণ হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান, পূর্বে আমরা আপনাকে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। হে অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেই অনুরোধ সুনিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত দেবতাদের বলেছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে, আপনারা ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুকে অবতরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তবে কেন আপনারা বলছেন যে, আপনারা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন? যাইহোক, আমি তো শ্রীগোবিন্দ।" অতঃপর শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে *অশেষাত্মা,* অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করেছিলেন, অর্থাৎ যাঁর মধ্য থেকেই শ্রীবিষ্ণুর সকল অংশপ্রকাশ উদ্ভূত হয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ২২

ধর্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া ।
কীর্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা ॥ ২২ ॥

ধর্মঃ—ধর্মের নীতিসমূহ; **চ**—এবং; **স্থাপিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **সৎসু**—সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে; **সত্যসন্ধেষু**—সত্যানুসন্ধানীদের মধ্যে; **বৈ**—অবশ্য; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কীর্তিঃ**—আপনার কীর্তি; **চ**—এবং; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **বিক্ষিপ্তা**—প্রসারিত; **সর্বলোক**—সকল গ্রহে; **মল**—কলুষতা; **অপহা**—যা দূর করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, নিয়ত সত্যসন্ধানী যে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাদের মধ্যে আপনি ধর্মনীতি পুনরুস্থাপন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে আপনার মহিমাও আপনি প্রচার করেছেন, এবং তাই এখন সমগ্র জগৎ আপনার বিষয় শ্রবণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারবে।

শ্লোক ২৩

অবতীর্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্ রূপমনুত্তমম্ ।
কর্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥ ২৩ ॥

অবতীর্য—অবতীর্ণ হয়ে; **যদোঃ**—যদুরাজের; **বংশে**—বংশধারার মধ্যে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **রূপম্**—দিব্যরূপ; **অনুত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **কর্মাণি**—ক্রিয়াকলাপ; **উদ্দাম-**

বৃত্তানি—মহিমাময় কর্মকাণ্ড সহ; **হিতায়**—কল্যাণে; **জগতঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; **অকৃতাঃ**—আপনি সাধন করেছিলেন।

অনুবাদ

যদুরাজের বংশে অবতরণ করে, আপনার অতুলনীয় দিব্যরূপ আপনি প্রকাশ করেন, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আপনি মহিমান্বিত দিব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥ ২৪ ॥

যানি—যা; **তে**—আপনার; **চরিতানি**—লীলাবিলাস; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **মনুষ্যাঃ**—মানবজাতি; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **কলৌ**—অধঃপতিত কলিযুগে; **শৃণ্বন্তঃ**—শ্রবণ করে; **কীর্তয়ন্তঃ**—কীর্তন করে; **চ**—এবং; **তরিষ্যন্তি**—তারা অতিক্রম করবে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **তমঃ**—তমসা।

অনুবাদ

হে ভগবান, কলিযুগের যে সকল সাধু সজ্জন ব্যক্তি আপনার দিব্য ক্রিয়াকলাপের কথা শোনেন এবং সেই সকল বিষয়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁরা অনায়াসেই কলিযুগের অন্ধকারময় অজ্ঞানতা অতিক্রম করে যান।

তাৎপর্য

দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে বহু মানুষ প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রতি আগ্রহান্বিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্তনের দিব্য প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ করে, তারা বেতারে, দূরদর্শনে, সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং অনুরূপ অবাঞ্ছিত এবং খেয়ালখুশিমতো ভাবতরঙ্গে কর্ণপাত করে থাকাই পছন্দ করে থাকে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথা শ্রবণ না করে, তারা অবিশ্রান্তভাবে সকল বিষয়েই তাদের অভিমত ব্যক্ত করে চলে, যাতে শেষ অবধি তারা কালের গতিতে ভেসে চলে যায়। জড়জাগতিক পৃথিবীর অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধ রূপগুলি অনুধাবনের পরে, তারা অস্থির হয়ে সিদ্ধান্ত করে থাকে যে, পরমতত্ত্বের কোনই রূপ বা আকৃতি নেই। ঐ ধরনের মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিভ্রান্তিকর শক্তি 'মায়া' সম্পর্কেই অধিক ধ্যানধারণা করতে থাকে, কারণ মায়া তাদের স্থূল মস্তিষ্কে পদাঘাত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন লাভ করেছে। যদি তার পরিবর্তে মানুষ প্রামাণ্য তথ্য সম্ভার থেকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথা প্রত্যক্ষভাবে চর্চা করতে থাকে,

তা হলে তারা অনায়াসেই তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কলিযুগে মানুষ সদা সর্বদাই নানারকম মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যাদির মাঝে কষ্টভোগ করছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যিনি সচ্চিদানন্দময় এবং যিনি জড়াশক্তির সকল প্রকার বিভ্রান্তিকর অভিপ্রকাশের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, তাঁর চিন্তায় মানুষ যখনই উজ্জীবিত হয়, তখনই এই সমস্ত দুঃস্বপ্নের মতো সমস্যাগুলি দূর হয়ে যায়। শ্রীভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হন যাতে মানুষ তাঁর যথার্থ ক্রিয়াকলাপের শ্রবণ কীর্তন এবং মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োজিত হতে পারে। এই দুর্দশাময় কলিযুগে আমাদের সকলেরই এই সুবিধা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ২৫

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম ।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥ ২৫ ॥

যদুবংশে—যদু পরিবারে; **অবতীর্ণস্য**—যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন; **ভবতঃ**—আপনার নিজেরই; **পুরুষ-উত্তম**—হে পরম পুরুষোত্তম; **শরৎ-সতম্**—এক শত শরৎ ঋতু; **ব্যতীয়ায়**—অতীত হলে; **পঞ্চবিংশ**—পঁচিশ; **অধিকম্**—বেশি; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, হে আমার প্রভু, আপনি যদুবংশে অবতরণ করেছেন, এবং তাই ঐভাবে আপনার ভক্তকুলের সাথে একশত পঁচিশটি শরৎকাল অতিবাহিত করেছেন।

শ্লোক ২৬-২৭

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্যাবশেষিতম্ ।
কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥ ২৬ ॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে ।
সলোকান্ লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥ ২৭ ॥

ন অধুনা—বেশিকাল নয়; **তে**—আপনার জন্য; **অখিল-আধার**—হে সর্ববিষয়ের আধার; **দেবকার্য**—দেবতার আনুকূল্যে ক্রিয়াকর্ম; **অবশেষিতম্**—অবশিষ্টাংশ; **কুলম্**—আপনার রাজবংশ; **চ**—এবং; **বিপ্র-শাপেন**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপে; **নষ্ট-প্রায়ম্**—প্রায় বিনষ্ট; **অভূৎ**—হয়েছে; **ইদম্**—এই; **ততঃ**—তাই; **স্ব-ধাম**—আপনার ধাম; **পরমম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **বিশস্ব**—কৃপা করে প্রবেশ করুন; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—

আপনি অভিলাষ করেন; **স-লোকান্**—সমস্ত লোকের অধিবাসীদের সঙ্গে; **লোক-পালান্**—গ্রহলোকগুলির পালকগণ; **নঃ**—আমাদের; **পাহি**—কৃপা করে পালন করতে থাকুন; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধাম; **কিঙ্করান্**—সেবকবৃন্দ।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই মুহূর্তে দেবতাদের অনুকূলে আপনার পক্ষে আর কিছুই করবার নেই। আপনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার বংশ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সব কিছুর মূল তত্ত্ব, এবং যদি আপনি তেমন অভিলাষ করেন, কৃপা করে চিদ্‌জগতে আপনার নিজ ধামে এখন আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। সেই সঙ্গে, আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন। আমরা আপনার বিনম্র সেবকবৃন্দ, এবং আপনার প্রতিভূস্বরূপ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে থাকি। আমাদের গ্রহলোকসমূহ এবং অনুগামীদের নিয়ে আমরা নিত্য আপনার সুরক্ষা প্রার্থনা করে থাকি।

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর ।
কৃতং বঃ কার্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অবধারিতম্**—বোঝা গেল; **এতৎ**—এর দ্বারা; **মে**—আমার দ্বারা; **যৎ**—যা; **আত্থ**—আপনারা যা বলেছেন; **বিবুধ-ঈশ্বর**—হে দেবতাগণের নিয়ন্তা শ্রীব্রহ্মা; **কৃতম্**—সম্পূর্ণ হয়েছে; **বঃ**—আপনার; **কার্যম্**—কাজ; **অখিলম্**—সকল; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভারঃ**—ভার; **অবতারিতঃ**—দূরীভূত হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে দেবগণের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, আমি আপনার প্রার্থনা এবং অনুরোধ উপলব্ধি করেছি। পৃথিবীর ভার লাঘবের পরে, আপনাদের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন ছিল, তা সবই আমি সম্পন্ন করেছি।

শ্লোক ২৯

তদিদং যাদবকুলং বীর্যশৌর্যশ্রিয়োদ্ধতম্ ।
লোকং জিঘৃক্ষদ্ রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ ॥ ২৯ ॥

তৎ ইদম্—এই বিশেষ; **যাদব-কুলম্**—যদুবংশ; **বীর্য**—তাদের শক্তির দ্বারা; **শৌর্য**—সাহস; **শ্রিয়া**—এবং সম্পদ; **উদ্ধতম্**—বিপুলাকার ধারণ করে; **লোকম্**—সমগ্র পৃথিবীতে; **জিঘৃক্ষদ্**—গ্রাসের আতঙ্ক; **রুদ্ধম্**—সংযত করা হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **বেলয়া**—সাগর তীরে; **ইব**—যেমন; **মহা-অর্ণবঃ**—এক মহা সমুদ্র।

অনুবাদ

যে যদুবংশে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম, সেটাই এমনই সকল বিষয়ে, বিশেষত ঐশ্বর্যে, শৌর্যে এবং বীর্যে বিশালাকার ধারণ করেছিল যে, তারা সমগ্র জগৎ আগ্রাসনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। সুতরাং যেভাবে তীরভূমিতে মহাসমুদ্র রুদ্ধ হয়ে থাকে, সেইভাবেই আমি তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছি।

তাৎপর্য

যদুবংশের বীরগণ এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, দেবতারাও তাদের গতিরোধ করতে পারেননি। ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহে যাদবদের বিজয়লাভের ফলে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের বধ করা সম্ভব হত না। তাদের রণস্পৃহার ফলে স্বভাবতই তারা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে অভিলাষী হয়েছিল, তাই ভগবান তাদের সংযত করেন এবং পৃথিবী থেকে লুপ্ত করেন।

শ্লোক ৩০

যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্ ।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

যদি—যদি; **অসংহৃত্য**—সংহত না করে; **দৃপ্তানাম্**—উদ্ধত সদস্যদের; **যদূনাম্**—যদুবংশের সদস্যদের; **বিপুলম্**—বিশাল; **কুলম্**—বংশ; **গন্তা অস্মি**—আমি চলে যাই; **অনেন**—তার জন্য; **লোকঃ**—পৃথিবী; **অয়ম্**—এই; **উদ্বেলেন**—(যাদবদের) বাহুল্যে; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে।

অনুবাদ

যদুবংশের অতিশয় উদ্ধত সদস্যদের সংহত না করে যদি আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করতাম, তা হলে তাদের বাহুল্যে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত।

তাৎপর্য

তটরেখা অতিক্রম করে উত্তাল তরঙ্গ যেভাবে নিরীহ মানুষদের সর্বনাশ করে, তেমনই, মহাশক্তিশালী যদুবংশও সমস্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রেখা অমান্য করে বিস্তার লাভের সম্ভাবনায় সমূহ আশঙ্কা জেগেছিল। পরমেশ্বর

ভগবানের সাথে তাদের সাক্ষাৎ পারিবারিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যদুবংশের সকলে গর্বোদ্ধত হয়ে উঠেছিল। যদিও তারা খুবই ধর্মভীরু এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন ছিল, তবুও *দৃপ্তানাম্* শব্দটির ইঙ্গিত অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাদের পারিবারিক সম্বন্ধের ফলে গর্বোদ্ধত হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, তাদের ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমের জন্যই, চিদ্‌জগতে ভগবানের প্রত্যাবর্তনের পরে তারা এমনই তীব্র বিচ্ছেদ বেদনা অবশ্যই অনুভব করত, যার পরিণামে তারা উন্মাদ হয়ে উঠত এবং তার ফলে পৃথিবীর পক্ষে দুর্বিষহ ভার সৃষ্টি করত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অবশ্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, পৃথিবী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির ফলে কখনই শ্রীকৃষ্ণের নিজ পরিবারবর্গকে একান্ত বাঞ্ছনীয় ভার ব্যতীত অন্য কোনও রকমেই বিবেচনা করত না। তা সত্ত্বেও, শ্রীকৃষ্ণ এই ভার দূর করতেই চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও সুন্দরী যুবতী স্ত্রী তার পতির সন্তুষ্টির জন্য বহু স্বর্ণালঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিতা করতে পারে। এই সকল অলঙ্কারগুলি ক্ষীণাঙ্গী বধুর পক্ষে দুর্বিষহ ভার বৃদ্ধি করে থাকতে পারে, এই বিবেচনায়, স্ত্রী সেইগুলি অঙ্গে ধারণ করে থাকতে আগ্রহী হয়ে থাকলেও, প্রেমাস্পদ পতি তার পত্নীর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় সেই অলঙ্কারের ভার লাঘব করে সেগুলি খুলে ফেলতে থাকেন। তাই ভগবান, সময় থাকতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের বিজ্ঞনীতি অনুসারে পৃথিবীর উপর থেকে যদুবংশের ভার লাঘবের প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ ॥ ৩১ ॥

ইদানীম্—এখনই; **নাশঃ**—বিনাশ; **আরব্ধঃ**—শুরু হয়েছে; **কুলস্য**—বংশের; **দ্বিজ-শাপ-জঃ**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে; **যাস্যামি**—আমি যাব; **ভবনম্**—বাসভবনে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মা; **এতৎ-অন্তে**—এর পরে; **তব**—আপনার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, আমার বংশের বিনাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা, যখন এই ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখে আমি চলে যাব, তখন আমি আপনার আলয়ে গিয়ে ক্ষণেকের জন্য সাক্ষাৎ করব।

তাৎপর্য

যদুবংশের সকলেই ভগবানের নিত্য সেবক; তাই শ্রীল জীব গোস্বামী *নাশঃ*, অর্থাৎ 'বিনাশ' শব্দটির ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন—*নিগূঢ়ায়াং দ্বারকায়াং প্রবেশনম্ ইত্যর্থঃ* —যদুবংশের সকলেই চিদ্‌জগতে গুপ্ত অর্থাৎ রহস্যাবৃত দ্বারকাধামে প্রবেশ করেছেন। সেই ধাম পৃথিবীবক্ষে প্রকাশিত হয় না। পরোক্ষভাবে বলা যায় যে, ভগবানের দ্বারকাধাম পৃথিবীবক্ষে প্রকটিত রয়েছে, এবং যখন জাগতিক দ্বারকানগরী আপাতদৃষ্টিতে অপসারিত হয়ে গেল, তখনও নিত্য দ্বারকাধাম চিন্ময় জগতে যথাপূর্ব বিরাজ করতেই থাকল। যেহেতু যদুবংশের সদস্যগণ ভগবানেরই নিত্যপার্ষদবর্গ, তাই তাদের বিনাশের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শুধুমাত্র আমাদের বদ্ধ দৃষ্টিতে তাদের অভিপ্রকাশ বিনষ্ট হয়ে যায়। *নাশঃ* শব্দটির এটাই মর্মার্থ।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভুঃ প্রণিপত্য তম্ ।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—আহুত হয়ে; **লোক-নাথেন**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **স্বয়ম্-ভুঃ**—স্বয়ং জাত শ্রীব্রহ্মা; **প্রণিপত্য**—দণ্ডবৎ হয়ে প্রণিপাত জানিয়ে; **তম্**—তাঁকে; **সহ**—সাথে; **দেব-গণৈঃ**—অন্য সকল দেবতাগণ; **দেবঃ**—মহান দেবতা শ্রীব্রহ্মা; **স্ব-ধাম**—তাঁর আপন আলয়ে; **সমপদ্যত**—প্রত্যাবর্তন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি লোকনাথের বক্তব্য শ্রবণের পরে ভগবানের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানালেন। তারপরে সমস্ত দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে মহান ব্রহ্মা তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৩৩

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্ ।
বিলোক্য ভগবানহ যদুবৃদ্ধান সমাগতান্ ॥ ৩৩ ॥

অথ—তারপরে; **তস্যাম্**—সেই নগরে; **মহা-উৎপাতান্**—বিপুল উপদ্রব; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **সমুত্থিতান্**—সৃষ্টি হল; **বিলোক্য**—লক্ষ্য করে; **ভগবান্**—

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **আহ**—বললেন; **যদু-বৃদ্ধান্**—বয়স্ক যদুবংশীয়দের প্রতি; **সমাগতান্**—সমবেত।

অনুবাদ

অতঃপর, পরমেশ্বর ভগবান পবিত্র দ্বারকা নগরীর মধ্যে বিপুল উপদ্রব সৃষ্টি হতে দেখলেন। তাই ভগবান যদুবংশের সমবেত বয়োবৃদ্ধ অধিবাসীদের এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

মুনি-বাস-নিবাসে কিং ঘটেতারিষ্ট-দর্শনম্—ঋষিতুল্য মানুষেরা যেখানে বসবাস করেন, সেখানে কোনও প্রকার যথার্থ দুর্ঘটনা কিংবা অশুভ ঘটনার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তাই দ্বারকা নগরীতে দুর্বিপাক উপদ্রব বলতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানেরই শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থে লীলা প্রদর্শন মাত্র।

শ্লোক ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্বতঃ ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **এতে**—এইসকল; **বৈ**—অবশ্য; **সু-মহা-উৎপাতাঃ**—অতি বিপুল উপদ্রব; **ব্যুত্তিষ্ঠন্তী**—উৎপন্ন হচ্ছে; **ইহ**—এখানে; **সর্বতঃ**—সর্বব্যাপী; **শাপঃ**—অভিশাপ; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **কুলস্য**—পরিবারবর্গের; **আসীৎ**—হয়েছে; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **দুরত্যয়ঃ**—দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—ব্রাহ্মণদের দ্বারা আমাদের রাজবংশ অভিশপ্ত হয়েছে। এই ধরনের অভিশাপ অপ্রতিরোধ্য। তাই আমাদের চতুর্দিকেই বিপুল উপদ্রব উপস্থিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩৫

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্যকাঃ ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্ ॥ ৩৫ ॥

ন বস্তব্যম্—বাস করা অনুচিত; **ইহ**—এখানে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের; **জিজীবিষুভিঃ**—বেঁচে থাকতে আগ্রহী; **আর্যকাঃ**—হে শ্রদ্ধাস্পদ মানুষেরা; **প্রভাসম্**—প্রভাসতীর্থে; **সু-মহৎ**—অতি মহান; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **যাস্যামঃ**—আমরা যেতে পারি; **অদ্য**—আজই; **এব**—এমনকি; **মা চিরম্**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

হে শ্রদ্ধাস্পদ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ, যদি আমরা বেঁচে থাকতে আগ্রহী থাকি, তা হলে এই জায়গায় আর আমাদের বাস করা উচিত নয়। চলুন, আজই আমরা প্রভাসতীর্থের মতো পুণ্য পবিত্র ধামে আজই চলে যাই। আর দেরি করা আমাদের উচিত নয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করবার জন্য তাঁর লীলাবিলাসের সময়ে বহু দেব-দেবতা পৃথিবীতে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদরূপে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন ভগবান তাঁর ভৌম লীলাবিলাস সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি এই সকল দেবতাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় তাঁদের নিজ নিজ পূর্ববর্তী সেবাদায়িত্বে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ করেছিলেন। প্রত্যেক দেবতাকেই তাঁর যথাযথ কর্তব্যস্থল গ্রহধামে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। দিব্যধাম দ্বারকা নগরী এমনই পবিত্র ধাম যে, সেখানে যে মৃত্যুবরণ করে, সে তৎক্ষণাৎ নিজআলয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, কিন্তু যেহেতু যদুবংশের দেবতা-সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রেই ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁদের দ্বারকা নগরীর বাইরে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীবের মতো ছল করে বলেছিলেন, "আমাদের সকলেই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এখনই আমাদের সকলকে প্রভাসে চলে যেতে হবে।" এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে যদুবংশের ঐ সকল দেবতা-সদস্যদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে পবিত্র প্রভাসতীর্থে চলে যান।

যেহেতু দ্বারকা পরম-মঙ্গলময় ধাম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর স্থান, তাই অশুভ ঘটনার ছায়ামাত্র সেখানে স্থান পেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যদুবংশকে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা একান্তভাবেই শুভ লক্ষণ, তবে যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে তা অশুভ প্রতীয়মান হয়েছিল, তাই দ্বারকায় তা সংঘটিত হতে পারেনি, ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের দ্বারকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবতাদের নিজ নিজ গ্রহলোকে ফিরিয়ে দিয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজস্বরূপে চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন এবং নিত্যধাম দ্বারকায় অবস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। প্রভাস নামে বিখ্যাত তীর্থস্থানটি ভারতের জুনাগড় অঞ্চলে বেরাবল রেলস্টেশনের কাছেই অবস্থিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের ত্রিংশতি অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে, যাদবেরা নৌকার সাহায্যে দ্বারকার দ্বীপনগরী থেকে মূল তটভূমিতে গিয়ে, তারপরে রথে আরোহণ করে প্রভাস অভিমুখে যাত্রা করে। প্রভাসক্ষেত্রে তারা মৈরেয় নামে এক প্রকার পানীয় রস পান করে এবং পরস্পরের মধ্যে কোলাহলে মত্ত হয়ে পড়ে। তা থেকে এক মহাযুদ্ধ ঘটে যায়, এবং কঠোর দণ্ডাঘাতে তথা এরকাদণ্ডের আঘাতে পরস্পরকে নিহত করতে করতে, যদুবংশের সকলে তাদের আপন ধ্বংসলীলায় প্রমত্ত হয়ে পড়ে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজ রূপের অভিব্যক্তি সহকারে একটি পিপ্পল বৃক্ষের নিচে তাঁর বাম পায়ের গোড়ালীতে কোকনদ পদ্মের মতো রক্তিম আভা নিয়ে সেটি ডান উরুতে রেখে বসে ছিলেন। জরা নামে একজন ব্যাধ প্রভাসতীর্থের সমুদ্র উপকূল থেকে লক্ষ্য করে, শ্রীভগবানের রক্তিমাভ শ্রীচরণপদ্মকে কোনও হরিণের মুখ মনে করেছিল এবং সেই দিকে তার তীর নিক্ষেপ করে দিয়েছিল।

সেই একই পিপ্পল বৃক্ষের নিচে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসে ছিলেন, সেখানেই এখন একটি মন্দির আছে। ঐ গাছটির এক মাইল দূরে সমুদ্রতীরে আছে বীর প্রভঞ্জন মঠ এবং বলা হয়ে থাকে যে, এই স্থানটি থেকেই শিকারী জরা তার তীর নিক্ষেপ করেছিল।

শ্রীমধ্বাচার্যপাদ তাঁর রচিত *মহাভারত-তাৎপর্য নির্ণয়* গ্রন্থখানির উপসংহারে *মৌষল-লীলা* বিষয়ক নিম্নরূপ তাৎপর্য লিখেছেন। পরমেশ্বর ভগবান অসুরদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর নিজ ভক্তমণ্ডলীর ও ব্রাহ্মণদের বাক্য যাতে প্রতিপন্ন হয়, সেই অভিলাষেই, জড়জাগতিক শক্তিসম্পন্ন একটি শরীর সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে তীরটি বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের প্রকৃত চতুর্ভুজ রূপটিতে জরা ব্যাধের তীরটি কখনই স্পর্শ করেনি আর সেই জরাব্যাধ প্রকৃতপক্ষে ভৃগুমুনি নামে ভগবানের যথার্থ ভক্ত ছিলেন। পূর্ববর্তী কোনও একটি যুগে ভৃগুমুনি একদা ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে তাঁর পাদস্পর্শ করেছিলেন। ভগবানের বক্ষে অযথা পাদস্পর্শ করার অপরাধের পরিণামে ভৃগু নিম্নবর্ণের ব্যাধ রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তবে এক মহান ভক্তরূপে ঐভাবে নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণের অভিশাপ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তকে ঐভাবে অধঃপতিত হয়ে থাকতে দেখে সহ্য করতে পারেননি। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, দ্বাপর যুগের শেষে যখন ভগবান তাঁর অভিব্যক্ত লীলা সংবরণ করছিলেন, তখন

তাঁর ভক্ত ভৃগু একজন ব্যাধ হয়ে জরা নামে ভগবানেরই মায়াবলে সৃষ্ট একটি জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করবে। তার ফলে ব্যাধ অনুতপ্ত হবে, তার অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবে, এবং বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তন করবে।

সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবান প্রভাস-তীর্থে তাঁর মৌষল লীলা বিস্তার করেছিলেন, যাতে তাঁর ভক্ত প্রীতিলাভ করে এবং অসুরগণ বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু বুঝতে হবে যে, এটি একটি মায়াময় লীলামাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কোনও জড়জাগতিক গুণাবলীই অভিব্যক্ত করেননি। ভগবান তাঁর মাতার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হননি। বরং, তাঁর অচিন্তনীয় ক্ষমতাবলে সন্তান প্রসব কক্ষের মধ্যেই তিনি অবতরণ করেছিলেন। এই মর্ত্য জগৎ থেকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময়ে, তিনি ঐভাবেই অসুরদের বিভ্রান্ত করবার অভিলাষে এক মায়াময় পরিস্থিতির অবতারণা করেছিলেন। অভক্তজনদের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে, ভগবান তাঁর জড়া শক্তির মাধ্যমে একটি মায়াময় শরীর সৃষ্টি করেছিলেন, সেই একই সঙ্গে তাঁর সচ্চিদানন্দ শরীররূপে স্বয়ং ব্যক্ত হয়েছিলেন, আর সেইভাবেই তিনি এক মায়াময়, জড়জাগতিক রূপের অধঃপতন অভিব্যক্ত করেছিলেন। এই ছলনা যথার্থই মূর্খ অসুরদের বিভ্রান্ত করে, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত দিব্য সচ্চিদানন্দময় শরীরের পক্ষে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কখনই হয় না।

প্রভাসক্ষেত্রেও ভগবান পরশুরামের দ্বারা অভিব্যক্ত ভৃগুতীর্থ নামে অভিহিত তীর্থস্থান রয়েছে: সরস্বতী এবং হিরণ্যা নামে দুটি নদী যেখানে সমুদ্রের সাথে মিলিতভাবে বহমান হয়েছে, সেই স্থানটিকে ভৃগুতীর্থ নামাঙ্কিত করা হয়েছে, এবং সেখানেই ব্যাধ তাঁর তীর নিক্ষেপ করেছিল। *স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে* প্রভাসতীর্থের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। প্রভাসতীর্থ সম্পর্কিত বহু *ফলশ্রুতির* কথাও মহাভারতের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কোনও পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করলে মানুষ যে সমস্ত বিবিধ প্রকার শুভফল আয়ত্ত করতে পারে, সেগুলির শাস্ত্রসম্মত বর্ণনাগুলিকে *ফলশ্রুতি* বলা হয়। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান স্বয়ং বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করবেন প্রভাসক্ষেত্র দর্শন এবং সেখানে ধর্মাচরণের ফলে কি কি বিশেষ ফললাভ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৬

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট্ ।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

যত্র—যেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **দক্ষ-শাপাৎ**—প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপে; **গৃহীতঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **যক্ষ্মণা**—যক্ষ্মা রোগে; **উডু-রাট্**—তারকারাজির অধিপতি চন্দ্র; **বিমুক্তঃ**—মুক্তিলাভ করে; **কিল্বিষাৎ**—তাঁর পাপময় কর্মফল থেকে; **সদ্যঃ**—অচিরে; **ভেজে**—তিনি লাভ করলেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কলা**—তাঁর বিভিন্ন রূপ; **উদয়ম্**—ক্রমশ।

অনুবাদ

একদা ব্রহ্মার অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাসক্ষেত্রে অবগাহন স্নানের ফলেই চন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপকর্মফল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং পুনরায় তাঁর বিভিন্ন রূপলাবণ্য ফিরে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৮

বয়ং চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্ ।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা ॥ ৩৭ ॥
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্ ॥ ৩৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **চ**—ও; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **আপ্লুত্য**—স্নান করে; **তর্পয়িত্বা**—তর্পণ প্রদানে সুখী হয়ে; **পিতৃন্**—পরলোকগত পিতৃপুরুষদের; **সুরান্**—এবং দেবতাদের; **ভোজয়িত্বা**—ভোজন করিয়ে; **উশিজঃ**—আরাধ্য; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **নানা**—বিভিন্ন; **গুণ-বতা**—সুরুচিকর; **অন্ধসা**—খাদ্যসামগ্রী দিয়ে; **তেষু**—তাঁদের (ব্রাহ্মণদের) মধ্যে; **দানানি**—দানসামগ্রী; **পাত্রেষু**—দান গ্রহণের যোগ্য পাত্র; **শ্রদ্ধয়াঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপ্ত্বা**—বপন করে (অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে); **মহান্তি**—মহান্; **বৈ**—অবশ্য; **বৃজিনানি**—বিপদাপদ; **তরিষ্যামঃ**—আমরা অতিক্রম করব; **দানৈঃ**—আমাদের দান বিতরণের ফলে; **নৌভিঃ**—নৌকার সাহায্যে; **ইব**—যেন; **অর্ণবম্**—সাগর।

অনুবাদ

প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করে, সেখানে পিতৃপিতামহ এবং দেবতাদের উদ্দেশে তর্পণ প্রদানে সুখী হয়ে, আরাধ্য ব্রাহ্মণবর্গকে বিবিধ প্রকার উপাদেয় সুরুচিকর খাদ্যসামগ্রী ভোজনে পরিতৃপ্ত করে এবং তাঁদেরই দানধ্যানের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দানসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে, আমরা ঐ ধরনের পুণ্যকর্মের ফলে, সুনিশ্চিতভাবে এই সকল বিপদাপদই অতিক্রম করব, ঠিক যেভাবে যথোপযুক্ত নৌকার সাহায্যে মানুষ মহাসাগর অতিক্রম করে থাকে।

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন ।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **আদিষ্টাঃ**—উপদেশে; **যাদবাঃ**—যাদবগণ; **কুরু-নন্দন**—হে প্রিয় কৌরবগণ; **গন্তুম্**—যেতে; **কৃতধিয়ঃ**—মনস্থির করে; **তীর্থম্**—তীর্থস্থান; **স্যন্দনান্**—তাদের রথে; **সমযূযুজন্**—তাদের অশ্বগুলি সংযোজন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লাভ করার পরে, যাদবেরা পুণ্যতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছিল, এবং তাই তাদের রথগুলিতে অশ্ব যোজনা করল।

শ্লোক ৪০-৪১

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্ ।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ৪০ ॥
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ॥ ৪১ ॥

তৎ—তা; **নিরীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **উদ্ধবঃ**—শ্রীউদ্ধব; **রাজন্**—হে রাজা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **উদিতম্**—যা বলা হয়েছে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **অরিষ্টানি**—অশুভ লক্ষণাদি; **ঘোরাণি**—ভয়াবহ; **নিত্যম্**—সর্বদা; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **অনুব্রতঃ**—বিশ্বস্ত অনুগামী; **বিবিক্তে**—সঙ্গোপনে; **উপসঙ্গম্য**—নিকটবর্তী হয়ে; **জগতাম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জঙ্গম প্রাণীকুলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাদের; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **শিরসা**—নতমস্তকে; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীচরণে; **প্রাঞ্জলিঃ**—করজোড়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রিয় রাজন্, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন শ্রীউদ্ধব। যাদববর্গের প্রস্থান আসন্ন লক্ষ্য করে, তাদের কাছে ভগবানের নির্দেশাদির কথা শ্রবণ করে এবং অশুভ লক্ষণাদি অনুধাবন করে, তিনি সঙ্গোপনে পরমেশ্বর

ভগবানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তার শ্রীচরণকমলে নতমস্তকে করজোড়ে প্রণত হয়ে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমতে, ভগবদ্ধামে বাস্তবিকই কোনও প্রকার দুর্বিপাক সৃষ্টি হতে পারে না। শ্রীভগবানের লীলাবিলাস সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই দ্বারকাধামে আপাতদৃষ্ট তুমুল ধ্বংসলীলার সংঘটন শ্রীভগবানের সৃষ্টি এক বাহ্যিক প্রদর্শন মাত্র। একমাত্র প্রামাণ্য আচার্যবর্গের বর্ণিত তাৎপর্য শ্রবণের মাধ্যমেই আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সামান্য একজন ঐতিহাসিক চরিত্র নন, এবং জড়জাগতিক যুক্তিতর্কের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তাঁর কার্যকলাপে ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তার তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রদর্শন তথা অভিপ্রকাশ, অর্থাৎ সেই শক্তির ক্রিয়াকলাপ অতীব উচ্চপর্যায়ের আধ্যাত্মিক তথা চিন্ময় নিয়মনীতি অনুসারে সক্রিয় হয়ে থাকে, যে-বিষয়ে জ্ঞানান্ধ বদ্ধজীবগণ তাদের যৎসামান্য জড়জাগতিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কিছুই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৪২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্ ।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **দেব-দেব**—সকল দেবতার পরমদেবতা; **ঈশ**—হে পরম ঈশ্বর; **যোগ-ঈশ**—হে সকল যোগশক্তির অধিপতি; **পুণ্য**—যা কিছু পবিত্র; **শ্রবণ-কীর্তন**—হে প্রভু, আপনার কীর্তির গুণ-গান শ্রবণ ও কীর্তন; **সংহৃত্য**—অবসান করে; **এতৎ**—এইভাবে; **কুলম্**—বংশ; **নূনম্**—তেমন নয়; **লোকম্**—এই গ্রহলোক জগৎ; **সন্ত্যক্ষ্যতে**—একেবারে চিরকালের মতো বর্জনে প্রস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **বিপ্র-শাপম্**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপ; **সমর্থঃ**—যোগ্য; **অপি**—যদিও; **প্রত্যহন্ ন**—আপনি প্রতিহত করেননি; **যৎ**—যেহেতু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান, দেবাদিদেব, কেবলমাত্র আপনার দিব্য মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমেই যথার্থ ধর্মভাব জাগ্রত হয়ে থাকে। হে ভগবান, মনে হয় যে, এখন আপনার রাজ্য আপনি সংবরণ করে নেবেন, এবং সেইভাবেই আপনি অবশেষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার লীলাবিস্তার

পরিত্যাগ করবেন। আপনি পরম নিয়ন্তা এবং সকল যৌগিক শক্তির অধিপতি। কিন্তু আপনার রাজবংশের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবর্গের অভিশাপের প্রতিবিধান করতে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম হলেও, আপনি তা করছেন না, এবং তাই আপনার অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নিজ রাজবংশ কখনই ধ্বংস হতে পারে না; অতএব *সংহৃত্য* শব্দটির অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই জড় জগৎ পরিত্যাগ করে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি যাদবদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য, সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের দৃষ্টিতে যদুবংশের প্রত্যাহার তথা অবলুপ্তি যেন ধ্বংস বলেই মনে হয়ে থাকে। শ্রীউদ্ধবের মন্তব্য অতি সুন্দরভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে *'দেব-দেব'*, অর্থাৎ সকল দেবতাদের মধ্যে পরম দেবতা রূপে অভিহিত করা হয়েছে, যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অবতরণের মাধ্যমে দেবতাদের সকল সমস্যাদির সুচারুভাবে সমাধান তিনি করেছিলেন। ভগবান পৃথিবীকে দানবমুক্ত করেন এবং দৃঢ়ভাবে তাঁর ভক্তবৃন্দও ধর্মীয় নিয়মনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *যোগেশ* নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ তিনি কেবলমাত্র দেবতাদের অনুকূলেই কাজ করেছিলেন, তা নয়, তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর অতীন্দ্রিয় গুণাবলী এবং ভাবোল্লাস সমন্বিত, অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যরূপও তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে *পুণ্যশ্রবণকীর্তন* বলে অভিহিত করা হয়, কারণ যখন তাঁর অন্তরঙ্গা যোগশক্তিবলে তাঁর মানবরূপী দিব্যকর্ম অভিব্যক্ত করেন, তখন ভগবান তাঁর লীলাবিষয়ক অগণিত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার প্রণয়নকার্যে উজ্জীবিত করেছিলেন। তার ফলে আমাদের মতো যারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে, তারাও ভগবানের লীলাবিষয়ক কীর্তিকথা শ্রবণ ও কীর্তন করতে সক্ষম হবে এবং নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতেও পারবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সকল ভক্তমণ্ডলীর, এমনকি যাঁরা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদেরও সকলের দিব্য আনন্দ ও মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত করে, সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, এই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। উদ্ধব শ্রীভগবানের মনোবাঞ্ছা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "প্রভাসতীর্থে স্নান করে ব্রাহ্মণদের অভিশাপ খণ্ডন করবার জন্য আপনি যাদবদের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শনের

চেয়ে শুধুমাত্র কোনও একটি পুণ্যস্থানে স্নান সমাপনের অধিকতর মূল্য কেমন করে হতে পারে? যেহেতু যাদবেরা সদাসর্বদা আপনার দিব্যরূপ দর্শন করে থাকে, এবং আপনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই পবিত্রস্থান রূপে অভিহিত কোনও স্থানে তাদের স্নান করবার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সুতরাং আপনার অবশ্যই অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি আপনি বাস্তবিকই অভিশাপ খণ্ডন করাতে অভিলাষ করতেন, তা হলে আপনি শুধুমাত্র বলতে পারতেন, " 'এই অভিশাপ ব্যর্থ হোক', এবং তা হলেই অভিশাপ মুহূর্তের মধ্যেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্তর্ধান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং সেই কারণেই আপনি অভিশাপের খণ্ডন করতে চাননি।"

শ্লোক ৪৩

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব ।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ৪৩ ॥

ন—নই; **অহম্**—আমি; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-কমলম্**—শ্রীচরণকমল; **ক্ষণ**—মুহূর্ত; **অর্ধম্**—অর্ধেকের জন্য; **অপি**—এমনকি; **কেশব**—হে কেশী দানবের হন্তা; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করে; **সমুৎসহে**—সহ্য করতে পারি কি; **নাথ**—হে প্রভু; **স্ব-ধাম**—আপনার নিজধামে; **নয়**—কৃপা করে গ্রহণ করুন; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান কেশব, আমার প্রিয় প্রভু, এক মুহূর্তের জন্যও আমি আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করে থাকা সহ্য করতে পারি না। আমি প্রার্থনা করি, কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার নিজ ধামে নিয়ে চলুন।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধব উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে চলেছেন, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিজধামে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির মাঝে তাঁর বিলীন হয়ে যাওয়ার কোনও অভিলাষ ছিল না; বরং তিনি ভগবানের দিব্যধামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গা সখা রূপে সঙ্গলাভ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি যা অভিলাষ করেন, তাই করতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সেবার সুযোগের জন্য ভক্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন। যদিও ভগবান বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরায় তাঁর বিভিন্নধামে জড়জগতের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, এবং এই সকলই চিদ্‌জগতে তাঁর রূপ থেকে অবশ্যই অভিন্ন, তা সত্ত্বেও অতি

উন্নত ভক্তগণ ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে সেবার অভিলাষে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, তাই তাঁরা ভগবানের আদি চিন্ময় ধামে যেতে বিশেষ আগ্রহী হন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান কপিলদেব তাই বলেছেন, শুদ্ধভক্তবৃন্দের মুক্তিলাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেহেতু তাঁরা সেবা নিবেদনে আগ্রহাকুল থাকেন, তাই ভগবান তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই আকাঙ্ক্ষা তাঁরা করে থাকেন। ষড়গোস্বামীগণ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় আকুলতার জন্য বিশেষভাবে তাঁদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বৃন্দাবনের বনে বনে একান্তভাবে অনুসন্ধান করতেন। সেইভাবেই, উদ্ধব ভগবানকে আকুলভাবে নিবেদন করছেন যেন ভগবান তাঁর নিজধামে নিয়ে যান যাতে উদ্ধব ভগবানের পাদপদ্মে সেবা নিবেদনে এক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ অনুভব না করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন জড়জীবগণ মনে করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই এক জীবাত্মামাত্র জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয়ে আছেন এবং সেই কারণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপ থেকে নিজের রাজবংশটাই রক্ষা করতে পারেননি। শ্রীউদ্ধবের বক্তব্য সেই সব হতভাগ্য মানুষদের সংশোধন করে দেয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পুণ্যবান জীবগণকে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের অধিকার দিয়ে থাকেন এবং তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর নিজেরই রাজবংশকে অভিশাপ দেওয়ার যোগ্যতাও তাদের অর্পণ করেন। আর অবশেষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই অভিশাপ অবিচল রাখেন, যদিও তিনি তা নস্যাৎ করবার ক্ষমতা রাখেন। অতএব, সব কিছুরই সূচনায়, মধ্যভাগে এবং শেষে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, এবং জড়জাগতিক মায়া অথবা জড়তার সামান্যতম স্পর্শ থেকেও তিনি সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় অস্পৃশ্য।

শ্লোক ৪৪

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্ ।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

তব—আপনার; **বিক্রীড়িতম্**—লীলা; **কৃষ্ণ**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **পরম-মঙ্গলম্**—পরম কল্যাণময়; **কর্ণ**—কানে শ্রবণের জন্য; **পীযূষম্**—অমৃত; **আসাদ্য**—স্বাদগ্রহণে; **ত্যজন্তি**—তারা বর্জন করে; **অন্য**—অন্যান্য বিষয়ে; **স্পৃহাম্**—তাদের বাসনা; **জনাঃ**—লোকেরা।

অনুবাদ

হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলাবৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং শ্রবণের পক্ষে পরম কল্যাণময় অমৃত। ঐসকল লীলার আস্বাদনের মাধ্যমে, অন্য সকল বিষয়ে তাদের বাসনাদি বর্জন করে।

তাৎপর্য

অন্যস্পৃহাম্ অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য কোনও বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা" বলতে স্ত্রীসম্ভোগ, পুত্রকন্যা, অর্থসম্পদ ভোগ, ইত্যাদি বোঝায়। পরিণামে, জড়বাদী মানুষ তাদের নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং তৃপ্তির জন্য ধর্মাচরণের মাধ্যমে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করতেও পারে, তবে সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই হয় তুচ্ছ মূল্যহীন, কারণ চিন্ময় স্তরে শুদ্ধ আত্মা কেবলমাত্র ভগবানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দবিধান এবং ভগবানেরই সেবার কথা ভাবেন। সুতরাং, শুদ্ধ ভক্ত এক মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করতে পারেন না, যদিও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করতেও পারেন।

শ্লোক ৪৫

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু ।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেমহি ॥ ৪৫ ॥

শয্যা—শয়নে; **আসন**—উপবেশনে; **অটন**—ভ্রমণে; **স্থান**—দণ্ডায়মানে; **স্নান**—স্নানে; **ক্রীড়া**—অবসর যাপনে; **অশন**—আহারে; **আদিষু**—এবং অন্যান্য কাজকর্মে; **কথম্**—কিভাবে; **ত্বাম্**—আপনি; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **বয়ম্**—আমরা; **ভক্তাঃ**—আপনার ভক্তগণ; **ত্যজেম**—ত্যাগ করতে পারে; **হি**—অবশ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে, কিম্বা যে কোনও কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সকলেরই নিয়োজিত থাকা উচিত। কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণের ফলে এবং তাঁর সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগের চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হওয়া বর্জন করতে পারি। আমরা যদি

ঐভাবে শ্রবণ ও সেবাকার্যে অবহেলা করি। তা হলে আমাদের মন ভগবানেরই মায়াশক্তির তাড়নায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, এবং সমস্ত জগৎ যেন শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হওয়ার ফলে, এই জায়গাটিকে আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগেরই জন্য জায়গা মনে করব। এই বিপুল বিভ্রান্তি জীবমাত্রেরই জীবনে কেবলই নানা দুর্বিপাক ডেকে আনে।

শ্লোক ৪৬

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **উপভুক্ত**—ইতিপূর্বে উপভোগ হয়েছে; **স্রক্**—মাল্যের দ্বারা; **গন্ধ**—সুগন্ধি; **বাসঃ**—বস্ত্রাদি; **অলঙ্কার**—এবং গহনাদি; **চর্চিতাঃ**—সজ্জিত; **উচ্ছিষ্ট**—আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ; **ভোজিনঃ**—আহার; **দাসাঃ**—আপনার সেবকগণ; **তব**—আপনার; **মায়াম্**—মায়াময় শক্তি; **জয়েম**—আমরা জয় করব; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

আপনি যে সকল পুষ্পমাল্য, সুগন্ধি তৈল, বস্ত্রাদি, এবং অলঙ্কারাদি ইতিপূর্বে উপভোগ করেছেন, শুধুমাত্র সেইগুলির দ্বারা আমাদের সজ্জিত করে, এবং আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ আহার করে, আমরা আপনার দাসেরা সুনিশ্চিতভাবেই আপনার মায়াশক্তিকে জয় করব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মায়াশক্তির কাছ থেকে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীউদ্ধব ভগবানের কাছে আবেদন করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত আপন পার্ষদরূপে শ্রীউদ্ধব নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মুক্তাত্মা। তিনি ভগবানের কাছে এই মর্মে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে, তিনি এক মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই পারেন না। এই ধরনের ভাবনাকেই বলা হয় ভগবৎ প্রেম। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে শ্রীউদ্ধব এইভাবে বলছেন—"কখনও যদি আপনার মায়াশক্তি আমাদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করে, হে ভগবান, তা হলে আমরা অনায়াসেই তাকে আমাদের শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে জয় করতে পারব—সেই অস্ত্রগুলি হল আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ, বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণপ্রসাদের দ্বারাই অনায়াসে আমরা মায়াকে অতিক্রম করব, এবং তার জন্য অযথা কল্পনার কোনই প্রয়োজন হবে না।"

শ্লোক ৪৭

বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৪৭ ॥

বাত-বসনাঃ—দিগম্বর (উলঙ্গ); **যে**—যারা হয়; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **শ্রমণাঃ**—কঠোর পারমার্থিক সাধকেরা; **ঊর্ধ্ব-মন্থিনঃ**—যাদের বীর্য মস্তকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে; **ব্রহ্ম-আখ্যম্**—ব্রহ্ম নামে বিদিত; **ধাম**—(নিরাকার নির্বিশেষ) চিন্ময় ধাম; **তে**—তাদের; **যান্তি**—যেতে; **শান্তাঃ**—শান্ত; **সন্ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাস আশ্রমের মানুষেরা; **অমলাঃ**—নিষ্পাপ।

অনুবাদ

যে সকল দিগম্বর সন্ন্যাসীরা পারমার্থিক অনুশীলনে কঠোর প্রচেষ্টা করেন, যাঁরা তাঁদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী করেন, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের শান্ত এবং নিষ্পাপ, তাঁরা ব্রহ্মলোক লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—পরমেশ্বর ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ সত্তার প্রতি যাঁরা আসক্ত হয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য নির্বিশেষ মুক্তি অর্জনের পথে প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া *ভাগবতেও* বলা হয়েছে—*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ কৃচ্ছ্রেণ*—কঠোর সংগ্রাম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে যোগীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামে নির্বিশেষ জ্যোতিপথের দিকে উত্তরণের চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা আবার সেই জ্যোতি থেকে পথচ্যুত হয়ে জড় জগতেই অধঃপতিত হন, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না।

ঈর্ষাজর্জরিত নির্বোধ মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের "অভিভাবকত্ব" সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে থাকে, কিন্তু এই সমস্ত মূর্খেরা তাদের নিজেদের শরীর, মস্তিষ্ক কিংবা শক্তিসামর্থ্যের সৃষ্টি বিষয়ে কোনও ভাবেই দায়িত্বগ্রহণ করতে পারে না, কিংবা বাতাস, বৃষ্টি, শাক-সবজি, ফলমূল, সূর্য, চন্দ্র এবং এইধরনের সবকিছুর দায়দায়িত্ব স্বীকার করতেও পারে না। পরোক্ষভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যেকটি মুহূর্তেই ভগবানের কৃপা নির্ভর করে রয়েছে এবং তা সত্ত্বেও দম্ভভরে জানায় যেন তারা ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করতে চায় না, কারণ তারা বুঝি স্বনির্ভর সত্তা। আসলে, কিছু বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্তজীব এমনও মনে করতে থাকে যেন তারা নিজেরাই ভগবান, যদিও তারা বোঝাতেই পারে না কেন "ভগবান" যোগাভ্যাস করে সামান্য

সাফল্য লাভ করবার জন্য এত কষ্টকর পরিশ্রম করে চলেছে। তাই শ্রীউদ্ধব বলেছেন যে, নির্বিশেষবাদী এবং মধ্যপন্থাবলম্বীদের পথে না বিচরণ করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ অতি সহজেই জাগতিক মায়াময় সকল প্রতিবন্ধকতার শক্তি অতিক্রম করে যায়, যেহেতু তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীচরণকমলের আশ্রয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অতীন্দ্রিয় দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষসত্তা, এবং যদি কেউ সুদৃঢ় মানসিকতা নিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে দৃঢ়চিত্ত হয়ে সব কাজ করতে থাকে, তা হলে সেই মানুষও দিব্য অতীন্দ্রিয়ভাব অর্জন করে থাকে। নিজের চেষ্টায় লক্ষ কোটি বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম এবং পরিশ্রম করার চেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপালাভ করা অনেক মূল্যবান। ভগবানের কৃপালাভের জন্য মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে, তখন পারমার্থিক দিব্য উপলব্ধির পথে সব কিছু অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠবে। এই কলিযুগে যে কোনও মানুষ ভগবানের পবিত্র নাম নিত্য জপকীর্তনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করতে পারে, সেই সম্পর্কে শাস্ত্রের অনুমোদন রয়েছে এইভাবে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*)

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপের সময় সর্বপ্রকার অপরাধশূন্য হয়ে অবিরাম শ্রবণ কীর্তন করতে থাকলে, অবশ্যই মানুষ শ্রীউদ্ধবের মতোই সুফল লাভ করতে পারে। শ্রীউদ্ধব ব্রহ্ম উপলব্ধির নামে তেমন কোনও কিছু চাননি, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ভগবানের মুখচন্দ্রের মনোমুগ্ধকর স্মিতহাসির উন্মাদনাময় সুধাপান অবিরাম উপভোগ করতেই চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

বয়ং ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু ।
ত্বদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥
স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—অন্যদিকে; **ইহ**—এই জগতে **মহাযোগিন্**—হে যোগীশ্রেষ্ঠ; **ভ্রমন্তঃ**—ভ্রমণরত; **কর্ম-বর্ত্মসু**—জড়জাগতিক কর্মপথে; **ত্বৎ**—আপনার; **বার্তয়া**—

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে; **তরিষ্যামঃ**—উত্তরণ করব; **তাবকৈঃ**—আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে; **দুস্তরম্**—অনতিক্রমণীয়; **তমঃ**—তমসা; **স্মরন্তঃ**—স্মরণের মাধ্যমে; **কীর্তয়ন্তঃ**—কীর্তনের মাধ্যমে; **তে**—আপনার; **কৃতানি**—ক্রিয়াকর্ম; **গদিতানি**—বাক্য; **চ**—ও; **গতি**—গতি; **উৎস্মিত**—উদ্ভাসিত স্মিতহাস্যে; **ঈক্ষণ**—দৃষ্টিপাতে; **ক্ষ্বেলি**—এবং প্রেমময় লীলাবিলাস; **যৎ**—যেগুলি; **নৃ-লোক**—মানব সমাজের; **বিড়ম্বনম্**—সুচতুর অনুকরণ।

অনুবাদ

হে যোগীশ্রেষ্ঠ, যদিও আমরা ফলাশ্রয়ী কর্মের পথে বদ্ধজীবের মতোই বিচরণ করছি, তবুও জানি আপনার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুধুমাত্র আপনার লীলাকথা শ্রবণের মাধ্যমেই এই জড় জগতের অন্ধকার আমরা অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। তাই আমরা সর্বদাই আপনার লীলাকথা ও বিস্ময়কর বাণী শ্রবণ এবং মহিমা প্রচারের মাধ্যমে দিনাতিপাত করে থাকি। আমরা পরমোল্লাসে আপনার প্রেমময় লীলাবিলাস স্মরণ করে থাকি এবং আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে তা আলোচনা করি। হে ভগবান, আপনার সুমধুর লীলা এই জড়জগতেরই সাধারণ মানুষদের কার্যকলাপের মতোই আশ্চর্যভাবে সমান বলে মনে হতে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে শ্রীউদ্ধব *ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু* কথাটি উচ্চারণের মাধ্যমে বিনম্রভাবে নিজেকে ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে বিজড়িত বদ্ধজীবদেরই মতো উপস্থাপন করেছেন। তা সত্ত্বেও, শ্রীউদ্ধব নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় লীলাকাহিনী এবং বাণী শ্রবণ, কীর্তন এবং মননে বিশেষভাবেই অনুরক্ত হয়ে আছেন বলেই, সুনিশ্চিতভাবে মায়ার অশুভ শক্তিরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করে যেতে পারবেন। ঠিক তেমনই, শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

যদিও মানুষ আপাতদৃষ্টিতে এই জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে বিজড়িত মনে হয়ে থাকে, তা হলেও কেউ যদি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তা হলে তাকে মুক্তাত্মা বিবেচনা করা হয়। শ্রীউদ্ধব এখানে বলেছেন যে, দিগম্বর যোগী হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে কামনা বাসনার পথে মৈথুনাসক্ত হয়ে উলঙ্গ বানরের মতো নিত্য বিপদ সঙ্কুল জীবন যাপনের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র অমৃতময় নাম ও লীলা শ্রবণ-কীর্তনে জীবন অতিবাহিত করা অনেক বেশি কল্যাণকর এবং শুভফলদায়ক। শ্রীউদ্ধব এখানে ভগবানের সুদর্শনচক্রের কৃপা

ভিক্ষা করেছেন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস স্মরণ এবং কীর্তনের প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ চক্রের দিব্যজ্যোতি প্রতিভাত হয়ে থাকে। ভগবদ্ধামের চিন্তার মাধ্যমে অতুলনীয় আনন্দের মাঝে যে নিজেকে মগ্ন রাখে, তার পক্ষে অনায়াসেই সকল দুঃখবেদনা, মায়া বিভ্রান্তি এবং ভয়ভীতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। শ্রীউদ্ধব সেই বিষয়েই অনুমোদন করেছেন।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুত ।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—বলার পরে; **রাজন্**—হে রাজা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—শ্রীমতী দেবকীর পুত্র; **একান্তিনম্**—একান্তে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **ভৃত্যম্**—ভৃত্যকে; **উদ্ধবম্**—শ্রীউদ্ধব; **সমভাষত**—তিনি বিশদভাবে বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে শোনার পরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীপুত্র, তাঁর শুদ্ধ সেবক প্রিয় শ্রীউদ্ধবকে একান্তে উত্তর দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, বদ্ধ জীব তাদের চলাফেরা, হাসি তামাসা, কাজকর্ম এবং কথাবার্তার মাধ্যমে, কেবলই নিজেদের ক্রমশই জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু যদি তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তনে আত্মনিয়োগ করে, তা হলে তাদের বদ্ধ জীবনধারা থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের বন্ধন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। পরম মুক্তিলাভের এই প্রক্রিয়া এখন বিশদভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তম ভক্ত শ্রীউদ্ধবের কাছে বর্ণনা করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।